জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের সামাজিক ধারণা ও স্থানীয় সরকারের (ইউনিয়ন পরিষদের) জলবায়ু অভিযোজন উন্নয়ন পরিকল্পনা

ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ভোলা সদর, ভোলা

সামাজিক ধারণা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনা

প্রতিবেদন প্রণয়নকারী প্যানেল

প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ : **রাশিদা বেগম**
জেলা টিম লিডার, সিএফটিএম প্রকল্প, ভোলা

রাজিব চন্দ্র ঘোষ
প্রকল্প কর্মকর্তা, সিএফটিএম প্রকল্প, ভোলা

প্রতিবেদন প্রণয়নকারী : **মোঃ জাহিদুল ইসলাম**
হেড-এমইএএল এন্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, কোস্ট ফাউন্ডেশন

সম্পাদনা : **সৈয়দ আমিনুল হক**
পরিচালক-এমই এন্ড আইএ, কোস্ট ফাউন্ডেশন

রেজাউল করিম চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক, কোস্ট ফাউন্ডেশন

প্রচ্ছদ ছবি : **দ্বীন মোহাম্মাদ শিবলী**
ও
ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃপক্ষ

মুদ্রণ ও ডিজাইন : **জাহাঙ্গীর প্রিন্টার্স এন্ড পেপারস সাপ্লাইয়ারস, ঢাকা**

ঘোষণা : কোস্ট ফাউন্ডেশন ভোলা জেলার অন্তর্গত সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনা সংক্রান্ত এই বিশ্লেষণ প্রতিবেদনটি উক্ত এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় প্রস্তুত করেছে। উক্ত প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে প্রকাস (PROKAS), ব্রিটিশ কাউন্সিল। এই প্রতিবেদনটি ভেদুরিয়া ইউনিয়নের সাধারণ মানুষের দেয়া মতামতের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং,এখানে বর্ণিত মতামত, চিহ্নিত ইস্যু সমূহ, এবং ভবিষ্যতের পদক্ষেপগুলি কি হবে তা সম্পূর্ণ প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর তৈরি, তহবিল প্রদানকারী সংস্থার নয়।

মুদ্রণ : **অক্টোবর, ২০২১**

যোগাযোগ : **কোস্ট ফাউন্ডেশন প্রধান কার্যালয়**
মেট্রো মেলোডি (১ম তলা), বাড়ি # ১৩, রোড # ২
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ইমেইলঃ info@coastbd.net ; ; ওয়েবঃ www.coastbd.net
টেলিফোনঃ (+৮৮ ০২) ৫৮১৫০০৮২/ ৫৮১৫২৮২১/ ৮১৫২৭৯০/ ৪৮১১৩৭৪৪/ ৫৮১৫২৫৫৫

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ০১-০২

২. উদ্দেশ্য ০২-০২

৩. বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ ও অভিযোজন পরিকল্পনায় আমরা যে সকল পদ্ধতি অনুসরন করেছি ০২-০৪
ক. নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তথ্য সংগ্রহ
খ. সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা
গ. ইউনিয়ন পর্যায়ে মাঠ পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষন
ঘ. সরকারি স্টেকহোল্ডারদের সাক্ষাৎকার
ঙ. অবগতকরণ কর্মশালা
চ. ওয়ার্ডভিত্তিক জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ততা এবং অভিযোজন নিরুপন
ছ. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)
জ. সীমাবদ্ধতা

৪. ইউনিয়নের ভৌগলিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা ০৫-১১
ক. ভৌগলিক অবস্থান ও আয়তন
খ. জনসংখ্যা এবং এর কাঠামোগত বিশ্লেষণ
গ. অর্থনৈতিক অবস্থা [জনগোষ্ঠীর পেশা, প্রধান অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও আয়ের উৎসসমুহ বর্ননা ও বিশ্লেষনমূলক চিত্র]
ঘ. শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন
ঙ. যোগাযোগ [অভ্যন্তরীণ ও জাতীয়]
চ. ইউনিয়নের সামাজিক অবকাঠামো
ছ. প্রাকৃতিক সম্পদ/ইকো সিস্টেম [প্রাকৃতিক জলাভূমি, বনভূমি ইত্যাদি]

৫. ইউনিয়ন পরিষদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ ও জীবনযাত্রায় তার প্রভাব ১১-১৫
৫.১) প্রাকৃতিক দুর্যোগ [ইতিহাস ও ক্ষয়ক্ষতি, গত ১০ বছরের দুর্যোগ ও ক্ষয়ক্ষতির তথ্য]
ক. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস
খ. জোয়ার-ভাটা ও লবণাক্ততা [খাবার পানি ও পুকুরের পানি, নদীর প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় খাল গুলোতে লবণাক্ততার প্রাধান্য বৃদ্ধি]
গ. নদীভাঙ্গন
ঘ. জলাবদ্ধতা
ঙ. পানি সংকট [সুপেয় পানি, কৃষি কাজে পানি সংকট, মৎস ব্যবস্থাপনায় প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি]
চ. বনায়ন হ্রাস
৫.২) কৃত্রিম বা মানুষ্য সৃষ্ট সংকট
৫.৩) বাঁধ ব্যবস্থাপনা ও এর সমস্যা

সূচিপত্র

৬. অত্র এলাকায় অভিযোজন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কেন বা যৌক্তিকতা ১৬-১৯

৬.১ অভিযোজন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা এবং এর ফলে কি ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে

ক. উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা সুরক্ষায় জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ এবং নষ্ট স্লুইচ গেইট মেরামত ও নির্মাণ

খ. নদী ভাঙ্গন রোধ, জমিতে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করতে খাল ও নদীর ড্রাবোচর খনন কর্মসূচী গ্রহণ এবং অগভীর নলকূপ স্থাপন

গ. জমির জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নতকরণ

ঘ. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল বিবেচনায় আশ্রয় কেন্দ্র ও মাটির কেল্লা নির্মাণ

ঙ. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতকরণ

চ. দুর্যোগ ঝুঁকি, ভূমিক্ষয় ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব প্রশমনে সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি

ছ. কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসে জলবায়ু সহিষ্ণু প্রযুক্তির প্রসার, দক্ষতা বৃদ্ধির পাশপাশি সহজ শর্তে ঋন প্রদান

জ. ক্ষতিগ্রস্থ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সমাজিক উন্নয়নে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি

ঝ. অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিপর্যয় কমাতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে ভার্মি কম্পোষ্ট ও জৈবসারের ব্যাবহার সম্প্রসারণ

৭. কোন কোন খাতে অভিযোজন পরিকল্পনা অগ্রাধিকার পেতে পারে ১৯-২০

ক. যোগাযোগ/ ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস [বাঁধ, সেল্টার/কিল্লা মেরামত]

খ. যোগাযোগ/ ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস [রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট এবং ড্রেন নির্মাণ ও মেরামত]

গ. সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য

ঘ. কৃষি ও সেচ

ঙ. মানব সম্পদ উন্নয়ন [সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি]

চ. মৎস্য ও পশু সম্পদ [পুকুর খনন/সংস্কার, সমন্বিত মৎস্য/হাঁস-মুরগীর খামার, গবাদি পশুর টিকা কার্যক্রম, ইত্যাদি]

৮. এক নজরে ইউনিয়ন পরিষদের সেক্টর ভিত্তিক অভিযোজন পরিকল্পনা ও আর্থিক প্রক্ষেপণ ২০-৩২

৮.১ সেক্টর ও ওয়ার্ড ভিত্তিক বিস্তারিত অভিযোজন পরিকল্পনা ও আর্থিক প্রক্ষেপণ

ক. সেক্টর/ খাত: কৃষি ও সেচ

খ. সেক্টর/খাত: স্বাস্থ্য [সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য]

গ. সেক্টর/ খাত: যোগাযোগ/ ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস [রাস্তা, কালভার্ট মেরামত/নির্মাণ]

ঘ. সেক্টর/ খাত: যোগাযোগ/ ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস [বাঁধ, স্লুইচ গেইট, সাইক্লোন সেল্টার/কিল্লা নির্মাণ]

ঙ. মানব সম্পদ উন্নয়ন [দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ]

৯. চলতি বছরের বাজেট পরিকল্পনা ৩৩-৩৩

১০. সংযুক্তি-১ : উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক বাজেট বই ৩৪-৩৭

১০. সংযুক্তি-২ : ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন [এফজিডি] প্রতিবেদন ৩৮-৪১

১. ভূমিকা

বিশ্বে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা ন্যূনতম হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের দিক থেকে বিশ্বের ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বার্লিন ভিত্তিক অলাভজনক সংগঠন জার্মান ওয়াচ Germanwatch কর্তৃক প্রকাশিত ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২১ Global Climate Risk Index (CRI) ২০২১ এর তথ্য অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগস্থ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম[১]। শিল্পোন্নত দেশগুলোর মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নির্গমণের কারণে বৈশ্বিক জলবায়ু ক্রমশই পরিবর্তিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দায় না থাকলেও তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ, যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যানেল (আইপিসিসি)'র অনুমান অনুযায়ী, কার্বন নি:সরণের এই হার অব্যাহত থাকলে ২১ শতকের শেষ দশক নাগাদ বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৮০ থেকে ৪.০০ সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে[২] এবং অঞ্চলভেদে জলবায়ু পরিবর্তনের এই প্রভাব পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ভিন্নতর হবে। আইপিসিসি'র ৪র্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ০.১৮ থেকে ০.৭৯ মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে[৩]। ধারণা করা হচ্ছে, নিকট ভবিষ্যতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও এর ফলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বেড়ে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশে ২০ মিলিয়ন এর অধিক মানুষ জলবায়ু বাস্তচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। একই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশে পৌন:পুনিক ও তীব্রতর বন্যা, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও খরা বাড়বে যা জনসাধারণের জীবন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করবে। আইপিসিসি এর আরেক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০৫০ সালে বাংলাদেশ তার ভূমির ১৭ শতাংশ এবং খাদ্য উৎপাদনের প্রায় ৩০ শতাংশ হারাবে[৪]। আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাস্তুভিটা ত্যাগ করে শহরে এসে বস্তিতে বসবাস করবে। এর ফলে শহরাঞ্চলগুলো বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মত অতি ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোর সংকট আরো তীব্র হবে। ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টার (আইডিএমসি) এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী শুধুমাত্র ২০২০ সালে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ৪.৪ মিলিয়ন মানুষ বাস্তচ্যুত হয়েছে যার সিংহভাগই হচ্ছে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে।

বিশ্ব ব্যাংকের এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, প্রতি ৩ থেকে ৫ বছরে বাংলাদেশের দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হয় এবং তাতে অবকাঠামো, বাসস্থান, কৃষি এবং জীবিকার ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়। সমুদ্র উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকিতে থাকে, গড়ে প্রতি ৩ বছরে একবার বর্ষা মৌসুমের শুরুতে অথবা শেষে একটি বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে এবং প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে যা প্রায় ১০ মিটারের বেশি উচ্চতা সম্পন্ন হয়। উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানি ও মাটির স্তরে লবণাক্ত পানির প্রবেশ এবং জলাবদ্ধতার কারণে জীবন ও জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়[৫]। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এ ধারণা করা হয়েছে যে, সহনীয় মাত্রায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতি বছর দেশের জিডিপির ১.৬% ও চরম মাত্রায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জিডিপির ২% ক্ষতি হবে।

বর্ণিত ঝুঁকি ও ক্ষতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি পরিকল্পনা এবং কৌশলকে সরকারি বাজেট ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। এই প্রক্রিয়ায় ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে শুরু করে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে মোট ২৫টি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের বাজেট কাঠামোতে জলবায়ু পরিবর্তনে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা করা হয়েছে। বর্তমানে সরকার প্রতিবছর প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে ব্যয় করছে যা বার্ষিক জাতীয় বাজেটের শতকরা ৬-৭ ভাগ। দেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকারের বিনিয়োগের তিন-চতুর্থাংশ আসে নিজস্ব রাজস্ব থেকে, বাকিটা আসে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে[৬]।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ২৮% উপকূলে বসবাস করে, যেখানে নদী ভাঙ্গন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস তাদেরকে তাদের চির পরিচিত এলাকা থেকে বাস্তচ্যুত হতে বাধ্য করে। ছবি- ঝীন এম. শিবলী

জলবায়ুজনিত ঝুঁকির বিরূপ প্রভাব প্রশমন এবং অভিযোজনের লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে ২৫ হাজার ১২৪ কোটি ৯৮ লাখ টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই অর্থ মোট বাজেটের ৭ দশমিক ২৬ শতাংশ।

সরকার ২০০৯ সালে জলবায়ু বিষয়ক সকল কার্যক্রমকে সমন্বয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা-২০০৯ (বিসিসিএসএপি) প্রণয়ন করেছে এতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কাঠামো বর্ণনা করা হয়েছে যা ৬টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১. গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২১
২. ওয়ার্কিং গ্রুপ ১, আইপিসিসি: জলবায়ু পরিবর্তন ২০০৭: ভৌত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিবেদন
৩. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯ পৃ.৪ ও ১৭
৪. টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন: বাজেট প্রতিবেদন ২০২১-২২ পৃষ্ঠা-১
৫. বিশ্বব্যাংক (২০১০) ইকোনমিক্স অব এডাপ্টেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ
৬. টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন: বাজেট প্রতিবেদন ২০২১-২২ পৃষ্ঠা-৬

২০০৯-১০ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) গঠন করেছে। এছাড়া, ২০১২ সালে Climate Public Expenditure and Institutional Review (CPEIR) সম্পন্ন করে, উক্ত প্রতিবেদনে জলবায়ু কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়। CPEIR-এ প্রদত্ত সুপারিশমালা অনুসরণ করে সরকার ২০১৪ সালে Bangladesh Climate Fiscal Framework (BCFF) প্রণয়ন করেছে যা ২০২০ সালে হালনাগাদ করা হয় এবং এর পরিধি আরো বিস্তৃত করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকারের রাজস্ব ব্যায়ের বড় একটি অংশ এই ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যায় হয়। সরকার বর্তমানে জিডিপির প্রায় ১% জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ব্যায় করছে, যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে প্রায় ৭৫-৮০% যথাযথ নয় এমন কর্মসূচিতে এই অর্থায়ন বিনিয়োগ হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ যদি এভাবে স্থানীয় জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে, তাহলে সরকারের জলবায়ু অর্থায়নের প্রদত্ত বরাদ্দ যথাযথভাবে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে ব্যায় হতে পারে। তাহলে সরকারের লক্ষ্যিত টেকসই জলবায়ু সক্ষমতা অর্জিত হবে।

সেই লক্ষ্যে কোস্ট সিএফটিএম প্রকল্প ভোলা জেলার সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নকে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে চিহ্নিত করেছে যেন ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে এবং তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এলাকার জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থতা নিরুপন করতে পারে যা ইউনিয়ন পরিষদকে অগ্রাধিকার চাহিদা ভিত্তিক অভিযোজন বাজেট পরিকল্পনায় তৈরিতে এবং সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় প্রবেশাধিকারের সক্ষমতা অর্জন করতে সহায়তা প্রদান করবে।

এখন জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ, চলতি অর্থ বছরের জলবায়ু অভিযোজন বাজেট তৈরি এবং পাঁচ বছর মেয়াদী জলবায়ু অভিযোজনযুক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ভেদুরিয়া ইউনিয়নটি নির্বাচনের যৌক্তিকতা হচ্ছে মূলত এই ইউনিয়নের ভৌগলিক অবস্থান। যা একইসাথে ভোলা জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের একটি অপার সম্ভাবনার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত পাশাপাশি নদী তীরবর্তী হওয়ার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাবে প্রভাবিত।

এই ইউনিয়নটির অর্থনৈতিক, সামাজিক, যোগাযোগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুত্ব অন্য উপজেলার অন্তর্গত যেকোনো ইউনিয়ন হতে অনেক বেশি। এছাড়া ভোলা-বরিশাল দীর্ঘ ১০ কিলোমিটার প্রস্তাবিত ব্রীজের ভোলা অংশ ভেদুরিয়া ইউনিয়নে এসে যুক্ত হবে। যার মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্ন দ্বীপজেলা ভোলা সড়ক পথে সারাদেশের সাথে যুক্ত হবে। সরকারের ১০০ বাণিজ্যিক জোনের মধ্যমে ভোলায় ভেদুরিয়া ইউনিয়নে একটি জোন করার প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা রয়েছে। এখানে রয়েছে ভোলার তৃতীয় গ্যাস ক্ষেত্র, যা দেশের অন্যতম বৃহৎ গ্যাস ক্ষেত্র হিসেবে ইতিমধ্যে বিবেচিত হচ্ছে। যে গ্যাস ক্ষেত্রকে ঘিরে সরকার ভোলাসহ দক্ষিণ বঙ্গে শিল্প বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে।

এত সম্ভাবনা থাকা স্বত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব বিশেষ করে নদীভাঙ্গন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিজোয়ার, লবণাক্ততা ইত্যাদি ইউনিয়নটির স্থায়ীত্ব ও টেকসই উন্নয়নে বৃহত্তর অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিগত ৪-৫ বছরে নদীভাঙ্গন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিজোয়ার, লবণাক্ততা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মানুষের জীবন-জীবিকার উপর এর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তাই আগামী দিনে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা এবং করণীয় নির্ধারণে জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি।

আশা করা হচ্ছে, ভেদুরিয়া ইউনিয়নের এই জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ এবং পাঁচ বছর মেয়াদী জলবায়ু অভিযোজন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা গেলে ইউনিয়ন পরিষদ তার ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষিত ও ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে।

২. উদ্দেশ্য

ক. স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণে এই জলবায়ু বিপদাপন্নতা ও ক্ষতিগ্রস্থতা নিরুপন করার ফলে তাদের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন, নেতিবাচক প্রভাব, অভিযোজন কৌশল এবং অগ্রাধিকার চাহিদা বিষয়ক ধারনাগত জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

খ. স্থানীয় সরকার অর্থ্যাৎ ইউনিয়ন পরিষদ জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক ধারনা পাবে, এবং তারা উন্নয়ন বাজেট পরিকল্পনা প্রক্রিয়াতে পরিবর্তন আনতে পারবে এবং ভবিষ্যতে সরকারের জাতীয় অভিযোজন কৌশলে সাথে তাদের পরিকল্পনা সংযুক্ত করতে সক্ষম হবে। এই পরিবর্তনের ফলে সরকারের জলবায়ু অর্থায়নের সাথে সংগতি রেখে নতুনভাবে অভিযোজন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করতে পারবে।

গ. যেহেতু স্থানীয় সরকারের এই পরিকল্পনা জলবায়ু অভিযোজন কেন্দ্রিক তাই ইউনিয়ন পরিষদ পাঁচ বছর মেয়াদী সাধারণ পরিকল্পনা থেকে জলবায়ু অর্থায়ন পরিকল্পনাকে আলাদা করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এবং সরকারে জলবায়ু অর্থায়নে প্রবেশাধিকার বাড়াতে বিভিন্ন অর্থায়নের উৎসে প্রয়োজনীয় লবিং করতে পারবে।

৩. বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ ও অভিযোজন পরিকল্পনায় আমরা যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করেছি

ক. নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তথ্য সংগ্রহ

প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন নথিপত্র, রেকর্ড, রেজিষ্টার ও দলিল পর্যালোচনা করেছি এবং ইউনিয়ন পরিষদবর্গের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন আলোচনা স্বাপেক্ষে বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি তার মধ্যে-ইউনিয়নের আয়-ব্যায়ের খাত, বিগত বছরের সাধারণ উন্নয়ন বাজেট ও পরিকল্পনা, ভৌগলিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র, বিগত বছরের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ইতিহাস ও ক্ষয়ক্ষতির চিত্র ইত্যাদি যা আমাদের ভেদুরিয়া ইউনিয়নের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সেক্টর

ভিত্তিক ৫ বছরের অভিযোজন পরিকল্পনা ও আর্থিক প্রক্ষেপন তৈরিতে সহায়তা করেছে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান প্রভাব এবং এর ভবিষ্যত তীব্রতা ও ব্যাপকতা বিষয়ে ধারণা এবং স্থানীয় পর্যায়ে এর সংশ্লিষ্টতা নিরূপন এবং অনুধাবন করার নিমিত্তে আমরা জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কৌশল এবং বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের উপর বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করেছি। তারমধ্যে আইডিএমসি'র সর্বশেষ প্রতিবেদন, আইপিসিসি: জলবায়ু পরিবর্তন ২০০৭: ভৌত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিবেদন, পাবলিক এক্সপেন্ডিচার এন্ড ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ [Public Expenditure and Institutional Review (CPEIR)], বাংলাদেশ ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক [Bangladesh Climate Fiscal Framework (BCFF)], ওয়ার্ল্ড ব্যাংক (২০১০) ইকোনোমিক এডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ World Bank (২০১০) Economic of Adaptation to Climate Change, Bangladesh, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯, টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন: বাজেট প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ থেকে ২১-২২, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা সারসংক্ষেপ ২১০০, ২০১১ সালের আদমশুমারী প্রতিবেদন এবং জেলা, উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন ইত্যাদি। এর পাশাপাশি আমরা এই বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নের সরকারি ওয়েবসাইট এবং জাতীয় ও স্থানীয় পত্র-পত্রিকার তথ্য ও উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা করেছি।

গ. ইউনিয়ন পর্যায়ে মাঠ পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ

বিপদাপন্নতার সঠিক রুপরেখা বিশ্লেষণের জন্য ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল (সেচ ও সুপেয় পানি সংকট প্রবণ অঞ্চল, জলাবদ্ধ, নদীভাঙ্গন ও লবণাক্তপ্রবণ অঞ্চল ইত্যাদি) আমরা সরজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি ক্ষতিগস্থ জনগোষ্ঠীর মতামতও গ্রহণ করেছি। এই ধরনের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের ফলে একদিকে যেমন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহের শুদ্ধতা যাচাই করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আবার অন্যদিকে কিছু কিছু তথ্য ও উপাত্তের ঘাটতি পূরণেও সহায়ক হয়েছে, যেখানে ইউনিয়ন পরিষদ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসমর্থ হয়েছিল। আমরা ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক, জেলে, দিনমজুর, বেড়ির পাড়ের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাসরত জলবায়ু বাস্তচ্যুত পরিবার সহ অন্যান্য পেশার মানুষের সাথে আলোচনা করেছি। আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণে তাদের অভিজ্ঞতা শুনেছি এবং প্রাপ্ত চাহিদাগুলোর যৌক্তিকতা যাচাই করার চেষ্টা করেছি।

ঘ. সরকারি স্টেকহোল্ডারদের সাক্ষাৎকার

ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী কতৃক প্রদত্ত তথ্য-উপাত্তের স্বচ্ছতা ও যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ ছিলো এই জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের অন্যতম একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে আমরা ভেদুরিয়া ইউনিয়নের উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকতা, উপজেলা প্রাণি সম্পদ ও মৎস্য কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি এবং সেচ ও কৃষিখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিদ্যমান প্রভাব, ক্ষয়-ক্ষতির চিত্র এবং ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বাড়াতে ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রদত্ত চাহিদা ও আর্থিক প্রক্ষেপন পর্যালোচনা করেছি।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর উপস্থিতিতে ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ২০২১-২২ অর্থ বছরের আয়-ব্যয় খাত সম্পৃক্তকরণ সভা।

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামো যেমন-রাস্তা, কালভার্ট, বেড়িবাঁধ, স্লুইচ গেইট, সাইক্লোন সেন্টার/মাটির কিল্লা নির্মাণ সহ উপকূলীয় সুরক্ষা ইস্যুতে আমরা উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার এবং সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক সমস্যা নিয়ে উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। সেখানে ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে জলবায়ু বিপদাপন্নতার চিত্র ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় চাহিদা ও আর্থিক প্রক্ষেপন পর্যালোচনা করা হয়।

ঙ. অবগতকরণ কর্মশালা

ভেদুরিয়া ইউনিয়নের জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ এবং পাঁচ বছর মেয়াদী জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে আমরা ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য, সচিব ও চেয়ারম্যানের অংশগ্রহণে দিনব্যাপি কর্মশালার আয়োজন করেছি। কর্মশালায় আমরা আমাদের উদ্দেশ্য, এই ধরনের বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ ও অভিযোজন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি পাশাপাশি জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক ধারনা,

সাধারন উন্নয়ন বাজেট পরিকল্পনার পাশাপাশি সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংগতি রেখে জলবায়ু অভিযোজন বাজেট পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল প্রভৃতি ইস্যুগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সকলের সমন্বিত মতামতের ভিত্তিতে কার্যপ্রক্রিয়া ও বিস্তারিত পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অভিষ্ট উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং নিজেদের দায়িত্ব সমূহ সুনির্দিষ্ট করতে ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ও কোস্ট-সিএফটিএম প্রকল্পের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠিত হয়।

চ. ওয়ার্ড ভিত্তিক জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ততা এবং অভিযোজন নিরুপন

এই জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ততা এবং অভিযোজন নিরুপন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা ওয়ার্ডভিত্তিক বিভিন্ন খাত যেমনঃ কৃষি, মৎস্য, বিভিন্ন ব্যবসা, সামাজিক অবকাঠামো ইত্যাদি ক্ষেত্রে জলবায়ু সংক্রান্ত বিপদাপন্নতা যাচাই এবং কোন কোন অভিযোজন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যেতে পারে তা বের করার জন্য ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে পর্যায়ক্রমে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ততা এবং অভিযোজন নিরুপন সভা বাস্তবায়ন করেছি। আমরা এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও নারীর জীবনযাত্রায় এর প্রভাব সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে স্থানীয় ওয়ার্ডের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি শিক্ষক, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের নিকট থেকে সরাসরি তাদের মতামত, অভিজ্ঞতা এবং চাহিদা গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা মনে করছি, এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে স্থানীয় জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থতা এবং অভিযোজন চাহিদা বিষয়ক ধারনাগত জ্ঞানও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ছ. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন [এফজিডি] বা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রাপ্ত তথ্যের গুণগতমান যাচাই করা হয়েছে

চিত্র ১ : ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারীদের চিত্র

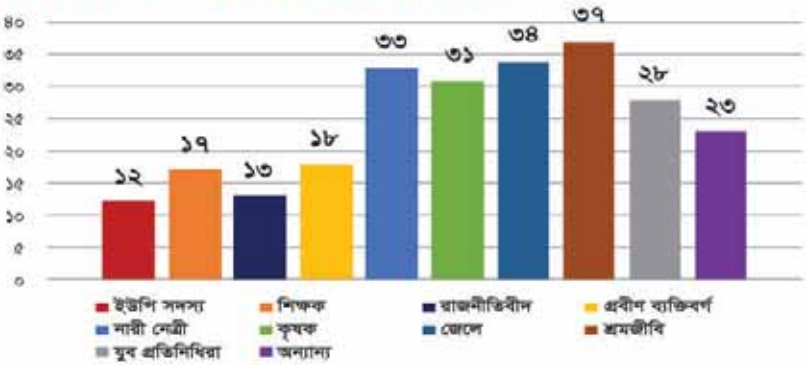

ভেদুরিয়া ইউনিয়নের জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ ও অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে সর্বমোট ১৮ টি এফজিডি করা হয়েছে, এতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সর্বমোট ২৪৬ জন অংশগ্রহণকারী যেমন- ইউপি সদস্য, শিক্ষক, রাজনীতিবীদ, প্রবীণ ব্যাক্তিবর্গ, নারী নেত্রী, কৃষক, জেলে, শ্রমজীবি, যুব প্রতিনিধি অন্যান্য পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। স্থানীয় নাগরিকদের সমস্যা ও সুচিন্তিত মতামত বিশ্লেষণের জন্য কাঠামোগত প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছিল এবং এই প্রশ্নমালার আলোকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু বিপদাপন্নতার প্রকৃতি আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ, কৃষি ও সেচ, স্বাস্থ্য, সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস যেমন-বাঁধ, সেল্টার/ কিল্লা মেরামত ইত্যাদি বিষয় সমুহের উপর তাদের ধারণা, তাদের চাহিদা ও প্রক্ষেপণ ইত্যাদি তুলে ধরা হয়।

জ. সীমাবদ্ধতা

কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের তথ্যের পর্যাপ্ততার সীমাবদ্ধতা ছিলো যা আমরা উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সংমিশ্রিত করে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

জলবায়ু বিপদাপন্নতার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে অনেক সময় এফজিডিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া বা স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সংখ্যা কিছুটা কম লক্ষ্য করা গেছে। সে কারণে আমাদেরকে বিষয়সমুহের বিস্তারিত আলোচনা করতে হয়েছে যা ছিলো যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। এভাবে আমরা জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, স্থানীয় পর্যায়ে তাদের অভিজোন চাহিদা নির্ণয় ও তার যথার্থতা যাচাইয়ের চেষ্টা করেছি।
কিছু ক্ষেত্রে সরকারি দপ্তরের তথ্য প্রদানের এড়িয়ে চলার প্রবণতা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমস্যা বা চাহিদার বিষয়সমুহ অনেক সময় অতিরঞ্জিত করার প্রবণতা ও লক্ষ্য করা গেছে। সেক্ষেত্রে আমরা নিদিষ্ট বিষয়সমুহ অকুস্থলে এবং সরেজমিনে পর্যবেক্ষন করার চেষ্টা করেছি এবং প্রয়োজনে একাধিকবার ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে সর্বসম্মত উপায়ে সিদ্ধাতে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছি।

সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণে আমরা অনেক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তথ্যসমুহের সুনিদিষ্ট রেফারেন্স ব্যবহার করলেও স্থানীয় পর্যায়ে (প্রস্তাবিত ইউনিয়ন পরিষদ) এ বিষয়ে কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক ধারা/নীতি অনুশীলন করা সম্ভব হয় নাই। এক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণে আমরা শুধুমাত্র জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্যসমুহ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। এসকল তথ্যসমুহ নিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা, অভিজ্ঞতা ও ধারনাসমুহের সাথে সংশ্লেষ করার চেষ্টা করেছি মাত্র। যে কারণে আমরা উক্ত প্রতিবেদনকে "জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের সামাজিক ধারণা" হিসাবে অভিহিত করছি।

৪. ইউনিয়ন পরিষদের ভৌগলিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা

ক) ভৌগলিক অবস্থান ও আয়তন

ইউনিয়নের নাম-১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন খ) অবস্থান ও আয়তন: ভোলা জেলার ভোলা সদর উপজেলার তেঁতুলিয়া নদী তীরে ১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন অবস্থিত। যার আয়তনঃ ৪০ বর্গ কিলোমিটার এবং মৌজা-৪টি ও গ্রাম: ৪টি (চররমেশ, চরকালী, চরভেদুরিয়া ও চর চটকিমারা)।

মানচিত্র

১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন

ভোলা সদর, ভোলা।

পশ্চিমে ভোলা সদর উপজেলার চরস্যামাইয়া ইউনিয়ন, উত্তরে ভেলুমিয়া ইউনিয়ন, উত্তর-পূর্বে বাউফল উপজেলার ধুলিয়া ইউনিয়ন, দক্ষিণে ভোলা সদরের পশ্চিশ ইলিশা ইউনিয়ন ও মেহেন্দিগঞ্জের কিছু অংশ এবং পূর্বে মেহেন্দিগঞ্জের শ্রীপুর ও বরিশাল সদরের চন্দ্রমোহন ইউনিয়ন। আর ইউনিয়নের বুক চিরে প্রবাহিত তেতুলিয়া নদী ইউনিয়নটিকে দুভাগে বিভক্ত করেছে। এর একপাশ দিয়ে বয়ে গেছে গনেশপুর/খেয়াঘাট নদী। নদীভাঙ্গন ও ছোট ছোট জেগে ওঠা নতুন চরের কারণে ইউনিয়নের মানচিত্র/ ভৌগলিক রেখা পরিবর্তিত হচ্ছে।

ভোলা সদর উপজেলা হতে খেয়াঘাট নদীর উপর নির্মিত ব্রীজ অতিক্রম করে উপজেলা শহর হতে ইউনিয়নটিতে প্রবেশ করতে হয়। ভেদুরিয়া ইউনিয়নের সাথে ভোলা সদর উপজেলার চরস্যামাইয়া, ভেলুমিয়া ও পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নের সাথে সীমা রয়েছে।

খ. জনসংখ্যা এবং এর কাঠামোগত বিশ্লেষণ

ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৪৫২২৫ জন (ইউপি সচিব তথ্যমতে) এর মধ্যে নারী-২১৭৮০ জন, পুরুষ-২৩৪৪৫ জন। শতকরা নারীর হার-৪৮.১৬% এবং পুরুষ-৫১.৮৪%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি কিলোমিটারে ৫০০-৫৫০ জন।

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের খানা জরিপের বয়স ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৫৯% জনগণ দুর্যোগকালীন সময়ে ঝুঁকিতে রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩২% জনগণ অধিকতর ঝুঁকিতে রয়েছে। সাধারণত নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধি, অসুস্থ জনগণ যেহেতু অধিক জলবায়ু ঝুঁকিতে সেদিক বিশ্লেষণ করলে বলা যায় প্রায় ৭৫% নাগরিক জলবায়ু ঝুঁকিতে রয়েছে। একনজরে ইউনিয়নের জনসংখ্যা ও এর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা:

চিত্র ২: জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণ

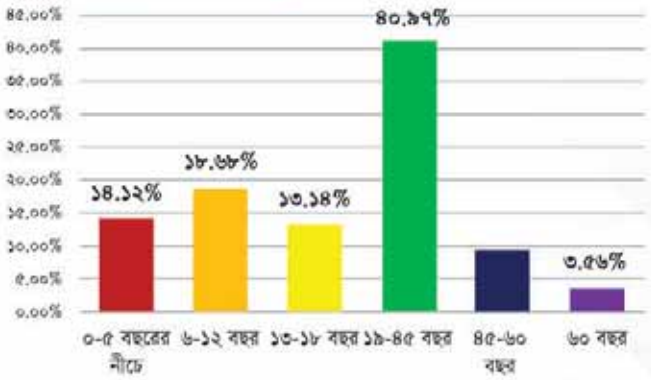

ভেদুরিয়া ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ৪৫,২২৫ জন। এর মধ্যে নারী ২১,৭৮০ জন এবং পুরুষ ২৩,৪৪৫ জন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাবের কারণে

প্রতিবছর ইউনিয়নের প্রায় ৭০% জনগন (৩১,৬৫৮ জন) জলবায়ু বিপদাপন্নতার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। প্রতি বছর নদী ভাঙ্গনের ফলে জমি ২০০-৩০০ মিটার হারাচ্ছে। এছাড়া বছরে ৪০-৫০টি বসতঘর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততার পানির কারনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সকল পেশার মানুষের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হচ্ছে। কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে, এবং পুকুর/হ্যাচারিতে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে প্রতি বছর প্রচুর মাছ মারা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, প্রতি বছর ১/২ বার ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস,লবণাক্ত পানি প্রবেশ, অতিজোয়ার, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে প্রায় ৯ হাজার জেলে ও কৃষকগণ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

ভেদুরিয়া ইউনিয়নে মাত্র ১৩টি সাইক্লোন শেল্টার রয়েছে, ফলে মাধ্যমে মাত্র ১৭% জনগোষ্ঠি আশ্রয় নিতে পারবে। তাই সকল নারী, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ের ঝুঁকি রয়েছে। জলবায়ু বিপদাপন্নতার প্রভাবে গৃহস্থলী নারীরা যেসকল ক্ষুদ্র ব্যবস্থা (আঙ্গিনায় সবজি চাষ, বসতবাড়িতে হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগলপালন, পুকুরে মাছ ইত্যাদি) এর মাধ্যমে বাড়তি আয় করে থাকে, তা ঝড়-বন্যা, অতিজোয়ার ও লবণাক্ত পানির প্রভাবে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

আবহাওয়া অফিস, স্থানীয় পর্যায়ে এফজিডি ও ইউনিয়ন পরিষদবর্গের তথ্য মতে ভোলা সদর উপজেলার আবহাওয়া গত ১০ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। ইউনিয়নটি যেহেতু উপজেলা সদরের নিকটের ইউনিয়ন আর তেতুলিয়া নদীর তীরে অবস্থিত। সেহেতু উপজেলার সর্বত্র একই ধরণের আবহাওয়া বিদ্যমান। তাই ভোলা সদর উপজেলা ও ভেদুরিয়া ইউনিয়নে বর্তমানে গ্রীষ্ম মৌসুমে তাপমাত্রা ৩৩-৩৮ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠানামা করেছে। শীত মৌসুমে শৈতপ্রবাহের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১০ বছরে জেলায় ১৫% বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু ২০১৭-১৮ সালে শীত মৌসুমে ৪/৫ টি নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে ও ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়েছে। গত ২ বছরে একাধিক শক্তিশালী সাইক্লোন ও ঘূর্ণিঝড় যেমন ফনি, আয়লা ও ইয়াস এই ইউনিয়নে সম্পূর্নভাবে না হলেও আংশিক আঘাত হেনেছে। যা ভেদুরিয়া ইউনিয়নটিকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে।

গ. অর্থনৈতিক অবস্থা [জনগোষ্ঠীর পেশা, প্রধান অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও আয়ের উৎসসমূহ বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক চিত্র]

ইউনিয়নের অধিকাংশ জনগনের কৃষি ও শ্রমজীবি। তাই এখানকার জনগণের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। এফজিডি ও স্থানীয়দের সাথে আলোচনায় জানা যায়, ৩০% পরিবারের মাসিক আয় ১০ হাজার টাকার নীচে, ৪৫% পরিবারে মাসিক আয় ১৫ হাজার টাকার নীচে, আর ১৫% পরিবার রয়েছে যাদের মাসিক আয় ১৫-২৫ হাজার টাকার মধ্যে, ৩% পরিবার আছে যাদের আয় ২৫-৪০ হাজার টাকার মধ্যে এবং ২% পরিবার রয়েছে যাদের মাসিক আয় ৪০ হাজারের অধিক। তবে এখানে ৫ শতাংশ হত-দরিদ্র পরিবার রয়েছে, যাদের মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকা বা তারও নীচে। আর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দরিদ্র ও হত-দরিদ্র পরিবারগুলো আরও দারিদ্র হচ্ছে এবং ঋণের চক্রে জড়িতে পড়ছে।

ভেদুরিয়া ইউনিয়নের মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী মূলত কৃষি নির্ভর (কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ)। অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৯৫% মনে করেন যে ভেদুরিয়া ইউনিয়নের প্রায় ৮০% মানুষ কৃষি কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল এবং এটি তাদের আয়ের প্রধান উৎস, ৮৮% অংশগ্রহণকারীর মতে ২৫% লোক মৎস্য পেশার সাথে যুক্ত।

চিত্র ৩: জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র

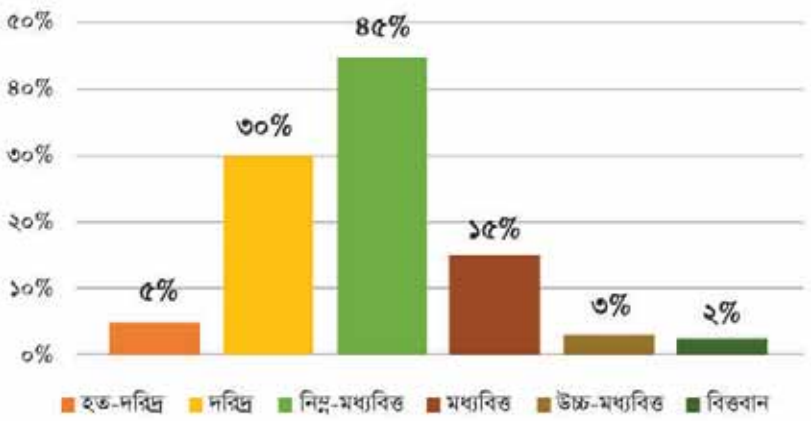

৭৬% অংশগ্রহণকারীদের মতে ১২% মানুষ দিন মজুর/ শ্রমজীবী, ৮৫% অংশগ্রহণকারীর মতে ২১% মানুষ ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ৮% রিকসা, ভ্যান ও অটোড্রাইভার পেশার সাথে যুক্ত এবং ৮২% এরমতে ৫% মানুষ অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত রয়েছে যেমন-ধোপা, নাপিত, রাজমিস্ত্রী, ইত্যাদি। এছাড়া এলাকায় বেকার জনগোষ্ঠী রয়েছে, যার অধিকাংশ শিক্ষিত। আর ইউনিয়নতে প্রাকৃতিক গ্যাস খনি প্রাপ্তি, সরকারের বানিজ্যিক জোন/ এলাকা করার পরিকল্পনা ও বিভাগীয় শহর বরিশাল যাওয়া-আসার সড়ক, ফেরিঘাট ও লঞ্চঘাট অবস্থিত হওয়ায় ধীরে ধীরে ইউনিয়নটিতে ব্যবসায়ীক সম্ভবনার দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। বেসরকারিভাবে নির্মিত জেলার একমাত্র আলু সংরক্ষণাগারটি এ ইউনিয়নে। বর্তমানে প্রাণসহ কয়েকটি দেশি-বিদেশি কোম্পানি এখানে কারখানা নির্মাণের সম্ভবতা যাচাই করছে।

এখানে ভিন্ন ভিন্ন পেশায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতাও ভিন্ন রকম:
কৃষিজীবিদের (কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ) ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, অতিবৃষ্টি, অতিজোয়ারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তাদের উৎপাদন ব্যাহত করছে। এবং লবণাক্ততা, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, খরা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা ও শীতের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলেও কৃষিতে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। আর মৎস্যচাষীদের মাছ মারা যাচ্ছে ও প্রাণিসম্পদ-বিশেষ করে পোল্ট্রি মুরগী ও হাঁস মারা যাচ্ছে।

শ্রমজীবি মানুষ বিশেষ করে যারা কৃষি শ্রমিক, জেলে শ্রমিক ও দিনমজুর জলবায়ু পরিবর্তনে তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে গত ২-৩ বছরে তারা ধারাবাহিকভাবে বৈশাখ-ভদ্র মাস পর্যন্ত কালবৈশাখি ঝড়, সাইক্লোন, বন্যা, অতিজোয়ার, অতিবৃষ্টির ফলে ৫০% শ্রমজীবি কাজ হারিয়ে সাময়িকভাবে বেকার হচ্ছে।

এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সাধারণ মানুষের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে যার নেতিবাচক প্রভাব বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসার উপর পড়ছে। পাশাপাশি কুটিরশিল্প ও সেবাখাতের সাথে জড়িত লোকজনও সাময়িকভাবে কর্মহীন হয়ে পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে কুটিরশিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সকল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থবিরতার কারণে অটো, রিক্সা, বোরাকসহ ছোট যানবাহন চালকরা সাময়িকভাবে কর্মহীন হয়ে পড়ছে। ফলে লোকজন আয়ের উৎস হারাচ্ছে এবং এর কারণে অস্থায়ী বেকারত্ব দিন দিন বাড়ছে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়ায় শিক্ষিত বেকারত্বও বাড়ছে।

গ.১) প্রধান আয়ের উৎস কৃষি খাত

তেতুঁলিয়া নদী বিধৌত ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের জমি খুবই উর্বর এবং বেশিরভাগ জমিই প্রাকৃতিকভাবেই তিন ফসলি। তাই স্বাভাবিকভাবেই এখানে কৃষিনির্ভর পরিবারের সংখ্যা [৭,৫০০ টি] বেশি। এখানকার উৎপাদিত কৃষিপণ্য উপজেলার পাশাপাশি জেলার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এখানকার প্রধান কৃষি পণ্য হচ্ছে ধান উৎপাদন । তবে এখানকার কৃষকেরা বেশ কয়েক বছর যাবৎ অর্থকরী ফসল হিসাবে বিভিন্ন প্রকার মৌসুম সবজি,গম, আলু, ফুট, তরমুজ, কলা ব্যাপক হারে চাষাবাদ করছে এবং রবি মৌসুমে বিভিন্ন ধরনের ডাল, মরিচ, সয়াবিন ইত্যাদি উৎপাদনের দিকে ঝুঁকেছে কৃষক।

কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ইতিমধ্যেই ৫% ফসলি জমি জলবায়ু বিপদাপন্নতার স্থায়ী ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশেষ করে নদী তীরবর্তী এলাকাতে বেড়িবাঁধ না থাকায় প্রায় ১০০ হেক্টর জমি ভাঙ্গনের ঝুঁকিতে রয়েছে। এছাড়া প্রতি বছরই বন্যা, অতিজোয়ার, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় এবং সাইক্লোনের প্রভাবে সকল ফসলি জমিতেই লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে। এর ফলে অন্ততপক্ষে ৭৫% কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে শুধুমাত্র লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা ১০ হেক্টর জমিতে একটি মাত্র ফসল চাষাবাদ হয়। আরও ১০ হেক্টর জমিতে শুধুমাত্র জলাবদ্ধতা ও পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে কৃষকদেরকে একটি মাত্র ফসল চাষাবাদ করতে হচ্ছে।

ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভেদুরিয়া ইউনিয়নের স্থানীয় জনগণকে বছরের বিভিন্ন সময়েই পানি বন্দি থাকতে হচ্ছে, ফলে তারা একইসাথে আর্থিক, সামাজিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ছবি- ভেদুরিয়া ইউনিয়ন

গ.২) গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি আয়ের প্রধান উৎস ধান

ইউনিয়নটি ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখানকার প্রায় ৮০% মানুষের প্রধান পেশা কৃষিকাজ। ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে উৎপাদিত ধান, উপজেলা ও জেলার পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ফলে ভেদুরিয়া উৎপাদিত ধান ইউনিয়নের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি।

গ.৩) কৃষি উপখাত

গ্রামীণ অর্থনীতিতে ধান উৎপাদনের পাশাপাশি ১৮৫০ হেক্টর জমিতে মৌসুমী শস্য ও সবজি চাষ হচ্ছে। পাশাপাশি ৫০০ হেক্টর জমিতে ফলমূল (ফুট, তরমুজ, আখ, কলা ইত্যাদি) চাষাবাদ হচ্ছে। যা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া পান সুপারি, ডাব ও নারিকেল এখানকার অর্থকারী ফসল। এর বাহিরে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠি মৎস্যচাষ, গবাদীপশু পালন পেশায় জড়িত রয়েছে। এখানে ১৫০ টি ডেইরি ফার্ম, ১০০টি পল্ট্রি ফার্ম, ফিশারী, চিংড়ি চাষ এবং দুধ উৎপাদন ও বিক্রি ইত্যাদির সাথে অনেকে সরাসরি যুক্ত। এছাড়া জেলার একমাত্র সবজি (আলু) হিমাগার/কোল্ড স্টোরেজটি এই ইউনিয়নে, যেখানে শতাধিক লোক শ্রমিক হিসাবে কাজ করে।

টেবিল-১: মোট ফসলি জমির পরিমাণ এবং ধান ও রবি শষ্য চাষের জমি ও উৎপাদনের চিত্র:

মোট ফসলি জমির পরিমান [হেক্টর]				ধান চাষের জমি ও উৎপাদনের চিত্র		রবি শষ্য চাষের জমি ও উৎপাদনের চিত্র	
১-ফসলি জমি	২-ফসলি জমি	৩-ফসলি জমি	মোট জমি	মোট জমির পরিমাণ (হেক্টর)	মোট উৎপাদন (মে: টন)	মোট জমির পরিমাণ (হেক্টর)	মোট উৎপাদন (মে: টন)
২৩০	২৫৬০	৩৫৪০	৩৩৫০	৬৩৩০	১১০৫১.৫	২১২০	১৩০৬৯.৩

কিন্তু এক্ষেত্রেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন প্রভাবের কারণে অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি, তীব্র শীত ও রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধির ফলে হাঁস-মুরগীর হঠাৎ মৃত্যু বেড়ে গেছে। যা গত ৪-৫ বছর যাবত প্রকট আকার ধারণ করেছে। এবং জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে সবুজ ঘাসের অভাব দেখা দিচ্ছে। ফলে, গবাদী পশুগুলো খাদ্যাভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে। ফলশ্রুতিতে দুধ উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে ও ফার্ম মালিকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অন্যদিকে জলবায়ু বিপদাপন্নতার ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে গত ২-৩ বছর যাবত সবজি চাষীরা আশানুরূপ উৎপাদন করতে পারছে না, যার ফলে তারাও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

গ.৪) মৎস্য আহরণ এবং এর সাথে যুক্ত জনগোষ্ঠী

সরকারী হিসাবে ইউনিয়নটিতে ১৩০২ জন নিবন্ধিত জেলে রয়েছে। কিন্তু বেসরকারী হিসাবে প্রায় ২ হাজার জেলে রয়েছে যারা সরাসরি নদীতে এবং সাগরে মৎস্য আহরণের সাথে জড়িত। এর বাইরে আরও ১০ হাজার জনগোষ্ঠি এ পেশায় জড়িত রয়েছে যারা সমগ্র মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থার প্রান্তিক কার্যক্রম বিশেষ করে পুকুরে মাছ চাষ, হ্যাচারী, চিংড়ি চাষ, জাল মেরামত, মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের সাথে জড়িত। মৎস্য ইউনিয়নে জনগণের দ্বিতীয় বৃহত্তর অর্থ উপার্জনকারী খাত। তবে বর্তমানে প্রাকৃতিক বৈরিতার তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় অনেক সময় জেলেদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

গ.৫) অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং আয়বর্ধক কার্যাবলী

চাকরীজীবি, শ্রমজীবি মানুষের পাশাপাশি বর্তমানের হস্তশিল্প ও কুটি শিল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। তারা গোলপাতা, তালপাতা, হোগলাপাতা ও মাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরণের হস্তশিল্প তৈরি করে। এছাড়া নকশিকাঁথা, টেইলারিং কাজের মাধ্যমেও তারা আয়বর্ধনমূলক কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে। ফলে দরিদ্র পরিবারগুলোর পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে।

গ.৬) নারীর জীবনযাত্রায় এর প্রভাব বিশ্লেষণ

ইউনিয়ন পরিষদের তথ্যমতে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২১৭৮০ জন নারী। যার মধ্যে প্রায় ৬% নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য চাষ ও উৎপাদনের সাথে যুক্ত রয়েছে। কৃষিকাজের সাথে জড়িত রয়েছে প্রায় ২০% নারী। তারা জমিতে বীজ বপন, চারা রোপণ, বাড়িতে সবজি চাষ, উৎপন্ন ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণে এবং বিক্রির সাথে জড়িত। বাড়িতে হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালনে প্রায় সরাসরি প্রায় ২৫% নারী জড়িত রয়েছে। এছাড়াও ৫% নারী অন্যান্য পেশায় জড়িত রয়েছে যেমনঃ কেউ কাঁথা সেলাই করে, কেউ দর্জি কাজ করে, কেউবা বাটিক-বুটিকে কাজ করে। আবার কেউ হোগলাপাতা দিয়ে হোগলা ও দড়ি বানাচ্ছে। নারীদের এধরণের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পারিবারিক পর্যায়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতার প্রভাবে ইউনিয়নের প্রায় ৮০% নারী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কেউ নদীভাঙ্গনের শিকার হচ্ছে, কেউবা বন্যা, জলোচ্ছ্বাস বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। যার ফলে শ্রমজীবি নারীরা বেকার হয়ে পড়ছে ও তাদের পরিবারের আয় কমে যাচ্ছে।

ঘ. শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন

১০-১৫ বছর আগে এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার গুণগত মান হতাশাব্যঞ্জক ছিল। বিশেষ করে চরাঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউনিয়নের চরচটকিমার এলাকায় যথার্থ পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণে সাইক্লোন শেল্টার কাম বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য অনুসারে বর্তমানে শিক্ষার হার ৭০%। সেখানের নারী শিক্ষার হার-৫১%, পুরুষ শিক্ষার হার-৪৯%। এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়-১৬টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৩, কওমী মাদ্রাসা-৬, মাদ্রাসা (এইচ.এস.সি সমমান)-১ ও ১টি কলেজ। আর একটি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

২-৩ বছর যাবত ভোলা জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যার আঘাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না ভেদুরিয়া ইউনিয়নও। আর এর সাথে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও অতিজোয়ারে তেতুলিয়া নদীর পানিতে লবণাক্ত পানি প্রবেশের মাত্রাবৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউনিয়নটির ৬,৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড ও চরে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসার রাস্তাঘাট ও বিদ্যালয় মাঠে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটে। ফলে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার কমে যাচ্ছে।

ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার মান এখনও তেমন একটা উন্নত নয়। এখানকার জনগণ এখনও পল্লী চিকিৎসার উপর বহুল অংশে নির্ভরশীল। আর যারা আর্থিকভাবে কিছুটা স্বচ্ছল ও সচেতেন তারা জেলা শহর বা সদর হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা সেবা নিচ্ছে।

চিত্র ৪: স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি এবং প্রভাবসমূহ

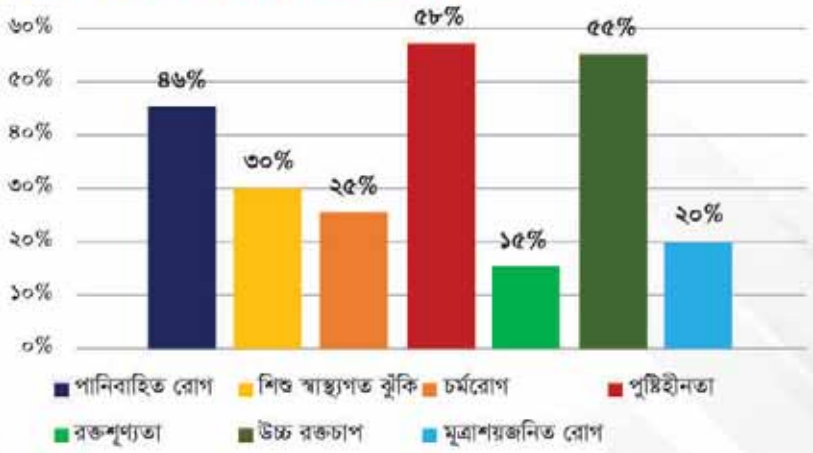

যদিও ইউনিয়নটিতে ১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ১টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক রয়েছে। এফজিডি ও স্থানীয় পর্যায়ে জনমতের ভিত্তিতে ধারণা করা হচ্ছে, এখানকার প্রায় ৭০% জনগণ পল্লী চিকিৎসার উপর নির্ভরশীল এবং প্রায় ৬০%-৬৫% নারীর গর্ভকালীন ডেলিভারি স্থানীয় পর্যায়ে হয়ে থাকে।

১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ২টি কমিউনিটি ক্লিনিকের অবস্থা জরাজীর্ণ ও যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো নয়। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে কমিউনিটি ক্লিনিক ২ টিতে জনগণ স্বাস্থ্যসেবা নিতে যেতে পারে না। তখন জনগণকে অধিক অর্থ খরচ করে জেলা শহরে বা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা নিতে যেতে হয়। যা সকল দরিদ্র পরিবারের পক্ষে সম্ভব হয় না। আর চরচটকিমারায় প্রায় ১০ হাজার লোকের বসবাস হলেও সেখানে কোনো সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র নেই। তাই চরচটকিমারা বসবাসকারীদের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়) পরবর্তী সময়ে ব্যাপক হারে অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। তাই ইউনিয়নের জনগণ নাম সর্বস্ব পল্লী চিকিৎসার উপর বেশি নির্ভর করে। ফলে তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, সেখানে চিকিৎসার অভাবে প্রানহানি ইউনিয়নের অন্যান্য স্থানের তুলনায় বেশি। এর সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বর্তমানে মানুষ রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে , বিশেষ করে পানিবাহিত রোগ, চর্মরোগ, রক্তশূন্যতা, উচ্চ রক্তচাপ, পুষ্টিহীনতা ও মূত্রাশয়জনিত রোগ ইত্যাদি। চলতি বছর ৫ শতাধিক মানুষ মে-জুন মাসে ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে, ডাইরিয়ার এমন প্রাদুর্ভাব বিগত ১০ বছরেরও দেখা যায়নি। এছাড়া বিগত কয়েক বছর যাবত তাপমাত্রার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে হিট স্ট্রোকের মত রোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাবে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়ার মত রোগও দেখা যাচ্ছে। গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টিহীনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার প্রভাবে নবজাতক শিশুর পুষ্টিহীনতা, বিকলাঙ্গতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কিছু কিছু অটেস্টিক শিশু জন্ম নিচ্ছে। যাকে বিশেষজ্ঞগণ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব হিসেবে দেখছেন।

ইউনিয়নে ১০ বছর পূর্বে স্যানিটেশন ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। এখানকার ৯০% পরিবারে কোনো ধরণের টয়লেট ছিল না। ইউনিয়ন পরিষদ ও বিভিন্ন এনজিওর সচেতনতা কার্যক্রম ও সহায়তায় ধীরে ধীরে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। তবে এখনও শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নিশ্চিত করা যায় নি। এমনকি ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ন জনসমাগমের স্থান ও বাজারগুলোতে পাবলিক বা গণ টয়লেট নেই। ফলে বাজারে আসা পুরুষগণ মসজিদের টয়লেট বা খোলা স্থান ব্যবহার করছে আর নারীদের ক্ষেত্রে সে সুযোগটুকু নেই। বর্তমানে ইউনিয়নে পাকা টয়লেট ব্যবহার করছে ১০% পরিবার, আধাপাকা টয়লেট ৭৫% পরিবার এবং এখনও ঝুলন্ত বা কাঁচা টয়লেট ব্যবহার করছে ১৫% পরিবার।

যেহেতু বিগত ৪-৫ বছর যাবত বন্যা, ঘূর্ণঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিজোয়ারের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এসকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ফসলি জমির সাথে সাথে, বসতবাড়ি ও প্রায় ১৮% টয়লেট আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ করছে। কখনও কখনও ভেঙ্গে যাচ্ছে। যেহেতু ইউনিয়নে এখনও একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠি দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছে, তাই তারা নিজ অর্থায়নে বারবার টয়লেট নির্মাণ বা স্থানান্তর করতে পারছে না। তাই ইউনিয়নটিতে মাত্র ১০% পরিবার যারা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করছে। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধির এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ইউনিয়নটিতে শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা কঠিন হবে। ফলে জনগণের রোগব্যাধি ও স্বাস্থ্যহানি বৃদ্ধি পাবে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে পারিবারিক উপার্জনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে।

ঙ) যোগাযোগ [অভ্যন্তরীণ ও জাতীয়]

টেবিল-২: এক নজরে ভেদুরিয়া ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থার চিত্র:

১	ইউনিয়নে মোট রাস্তার পরিমাণ:	১১৫ কিলোমিটার
২	পাকা রাস্তার পরিমাণ:	৬০ কিলোমিটার
৩	কাঁচা রাস্তার পরিমাণ:	৫৫ কিলোমিটার
৫	ছোট-বড় ব্রীজ এর সংখ্যা:	২০ টি
৬	ছোট-বড় কালভার্ট এর সংখ্যা:	৩৩ টি
৭	পাকা ড্রেন:	৪০০ মিটার
৮	ট্রলারঘাট	২টি

[সূত্র: ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব রেকর্ড]

যেকোনো শহরের বা গ্রামের প্রাণ হচ্ছে সেখানকার নদী ও খাল। ভেদুরিয়া ইউনিয়নটির প্রধান নদী তেতুলিয়া। তবে ইউনিয়নের একপাশ দিয়ে বয়ে গেছে গনেশপুর/ খেয়াঘাট নদী (চরকালী ডোন) যা তেঁতুলিয়ার শাখা নদী, অন্যপাশে মূল তেঁতুলিয়া নদী। আর কয়েকটি (চরকালী, ব্যাংকেরহাট, মাঝিরহাট, পাতা ভেদুরিয়া, ডুবা ভেদুরিয়া) খাল ইউনিয়নের ভিতরে জালের মত ছড়িয়ে আছে। যার ফলে নদ-নদী এবং খালগুলো এখানে একদিকে যেমন- বন্যা, নদীভাঙ্গন, লবণাক্ততার বিভিন্ন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাবের অন্যতম কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে, তেমনি মৎস্য চাষ ও স্বনির্ভর কৃষি অর্থনীতিতে অপরিসীম অবদান রাখছে। এবং এখন পর্যন্ত হাজার হাজার পরিবারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আয়ের অন্যতম উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

এফজিডি, ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনায় ১৫-২০ বছর পূর্বে ইউনিয়নটিতে ১০-১২ টি বড় জলাশয়ের তথ্য জানা যায়। তবে বর্তমানে ৫টি প্রাকৃতিক জলাশয় রয়েছে। অন্যান্য জলাশয়গুলো সরকারিভাবে সংস্কারের উদ্যোগ না নেয়ায় ধীরে ধীরে ময়লা-আবর্জনা, পলি প্রবেশ করে ভরাট হয়ে গেছে। আর বাকি ৫টি জলাশয়ও সংস্কার করা না হলে এগুলো ভরাট হয়ে যাবে। ইউনিয়নটিতে কোনা প্রাকৃতিক বনভূমি বা বনায়ন নেই। সরকারি মহাসড়কের দুপাশে বনবিভাগ কর্তৃক রোপন করা গাছ রয়েছে। এছাড়া ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে প্রচুর গাছ রয়েছে।

চ. ইউনিয়ন পরিষদের সামাজিক অবকাঠামো

টেবিল-৩: ভেদুরিয়া ইউনিয়নের সামাজিক অবকাঠামো সমূহ ও জলবায়ু বিপদাপন্নতার চিত্র:

ক্র. নং	প্রতিষ্ঠানের বিবরণ	সংখ্যা	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতার বিবরণ
০১	খানা/পরিবার	৮১০০	ক) পরিবার প্রতিবছর সরাসরি প্রায় ৫০০০ বন্যা, অতিজোয়ার, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ত পানিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। খ) ইউনিয়নের সকল পরিবার সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডোর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। গ) অন্তত ১৫০০ পরিবার নদীভাঙ্গনের ঝুঁকিতে রয়েছে।
০২	প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬	ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরাসরি ঝুঁকিতে না থাকলেও বিদ্যালয়ে আসার রাস্তাগুলো বন্যা, জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবে লবণাক্ত পানিতে নিমজ্জিত থাকে। খ) বিশেষ করে ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩টিতে আসার রাস্তাঘাট লবণাক্ত পানিতে নিমজ্জিত হয়ে প্রতিবছর রাস্তাগুলো ভেঙ্গে গিয়ে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত ব্যাহত হচ্ছে।
০৩	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩	-
০৪	কওমী মাদ্রাসা	৬	
০৫	মাদ্রাসা (এইচ.এস.সি সমমান)	১	
০৬	কলেজ	১	
০৭	মসজিদ	৪৫	৫টি মসজিদ নদী তীরে অবস্থিত হওয়ায় নদীভাঙ্গন বৃদ্ধির ফলে স্থানান্তরের ঝুঁকিকে রয়েছে।
০৮	মন্দির	০	-
০৯	কারিগরি স্কুল	১	
১১	সাইক্লোন-শেল্টার/ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	১৩	ক) সাইক্লোন শেল্টার গুলো ঝুঁকিতে না থাকলেও আসার- যাওয়ার রাস্তাগুলো বন্যা, জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবে লবণাক্ত পানিতে নিমজ্জিত থাকে।
১২	আশ্রয়ণ	১	-
১৩	আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছগ্রাম	১২	ক) ৫টি গুচ্ছগ্রামে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি ও অতিজোয়ারের প্লাবিত হয়।
১৪	মাটির কিল্লা	১	ক) দীর্ঘদিন সংস্কারের না হওয়ায় দুর্যোগকালীন সময় পানিতে অনেকাংশ স্থান তলিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।
১৫	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১	-
১৬	কমিউনিটি ক্লিনিক	৪	ক) ৮নং ওয়ার্ডে অবস্থিত কমিউনিটি ক্লিনিকটি ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, সাইক্লোন, লবণাক্ত পানির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।
১৭	বেড়িবাঁধের পরিমাণ	০	-
১৮	স্লুইজ গেইট	০	
১৯	মহিষের জন্য কিল্লা নোট: (বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) কর্তৃক পিকেএসএফ এর ভাবে নির্মিত যা ইউনিয়ন পরিষদকে হস্তান্তর বা অবগত করা হয়নি)	১	-
২০	হাট/বাজার	৭ টি	২-৩টি বাজারগুলো বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও অতিজোয়ার প্লাবিত হয়। পানির উচ্চতা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় এ প্রবণতা আরও বৃদ্ধির শংকা রয়েছে।
২১	গ্রাম ও মৌজা	৪টি	ক) সকল গ্রাম ও মৌজাই গত ২-৩ বছর যাবৎ নিয়মিত বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, অতিজোয়ারে নিয়মিত প্লাবিত হচ্ছে। খ) চর ভেদুরিয়া ও চরচটকিমারা গ্রাম মৌজা দুটি নদীভাঙ্গনের ফলে প্রতিনিয়ত ছোট হচ্ছে।

[সূত্র: এফজিডি, ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব রেকর্ড এবং ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েব পোর্টাল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে]

ছ. প্রাকৃতিক সম্পদ/ইকো সিস্টেম [প্রাকৃতিক জলাভূমি, বনভূমি ইত্যাদি]

মৎস্য ইউনিয়নের জনগণের দ্বিতীয় বৃহত্তর অর্থ উপার্জনকারী খাত। সরকারী হিসেবে ইউনিয়নটিতে ১৩০২ জন নিবন্ধিত জেলে রয়েছে। কিন্তু বেসরকারী হিসাবে প্রায় ২ হাজার জেলে রয়েছে যারা সরাসরি নদীতে এবং সাগরে মৎস্য আহরণের সাথে জড়িত। যারা তেতুলিয়া ও গনেশপুর নদী ও খালসহ ইউনিয়নের ভেতরে ২০ কিলোমিটার জলাভূমিতে মৎস্য শিকার করে থাকে।

বর্তমানে প্রাকৃতিক বৈরিতার তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় অনেক সময় জেলেদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জেলেদের বেশির ভাগের নিকট জীবন রক্ষাকারী লাইফ জ্যাকেট, বয়া থাকে না। বেশিরভাগ ট্রলারগুলো থাকে না রেডিও,ফলে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোনের আঘাতে জেলে নৌকা ভেঙ্গে যায়, ভেসে যায় জালসহ অন্যান্য মাছ শিকারের উপকরণ, আহত হয় মৎস্য শিকারকারী জেলেরা।

ইউনিয়নের দ্বিতীয় বৃহতম অর্থ উপার্জনকারী পেশাও এর সাথে জড়িত জনগোষ্ঠিকে রক্ষায় ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। জেলেদের লাইফ জ্যাকেট, বয়াসহ জীবন রক্ষাকারী উপকরণ বিতরণ করা ও জেলেদের আর্থিক প্রনোদনা দিয়ে জেলেদেরে স্বনির্ভর করতে সহায়তা করতে পারে।

এফজিডি, ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় প্রবীন ব্যক্তিতের সাথে আলোচনায় ১৫-২০ বছর পূর্বে ইউনিয়নটিতে ১০-১২টি বড় ধরণের জলাশয়ের তথ্য জানা যায়। তবে বর্তমানে ৫টি প্রাকৃতিক জলাভূমি রয়েছে। যেখানে মৎস্যসহ সকল ধরণের জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদ প্রাকৃতিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলাশয়গুলো শুষ্ক মৌসুমে স্থানীয়দের মিঠা পানির চাহিদা মিটিয়ে থাকে। অন্যান্য জলাশয়গুলো সরকারিভাবে সংস্কারের উদ্যোগ না নেয়ায় ধীরে ধীরে ময়লা-আবর্জনা, পলি প্রবেশ করে ভরাট হয়ে গেছে। আর বাকি ৫টি জলাশয়ও সংস্কার করা না হলে এগুলো ভরাট হয়ে যাবে।

ইউনিয়নটিতে কোনা প্রাকৃতিক বনভূমি বা বনায়ন নেই। সরকারি মহাসড়কের দুপাশে বনবিভাগ কর্তৃক রোপন করা গাছপালা রয়েছে। এছাড়াব্যক্তি মালিকা জমিতে প্রচুরগাছ রয়েছে। যা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ইউনিয়নটি রক্ষা করে থাকে। তবে সরকারি উদ্যোগ নিয়ে ইউনিয়নের চরগুলোতে বনায়ন করা সম্ভব যা ইউনিয়নটি ভবিষ্যৎতে বড় ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষা করতে পারে।

৫. ইউনিয়ন পরিষদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ ও জীবনযাত্রায় তার প্রভাব

৫.১) প্রাকৃতিক দুর্যোগ [ইতিহাস ও ক্ষয়ক্ষতি, গত ১০ বছরের দুর্যোগ ও ক্ষয়ক্ষতির তথ্য]

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবসমূহ ভেদুরিয়া ইউনিয়নে ইতিমধ্যে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে এবং আশংকাজনক হারে দিন দিন এর তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে খরস্রোতা মেঘনা নদী তীরবর্তী উপজেলা অন্যদিকে প্রমত্তা তেতুলিয়া নদী যা বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পতিত হয়েছে তার তীরবর্তী ভেদুরিয়া ইউনিয়নের তিনপাশ নদী-খালে বেষ্ঠিত, নিচু ভূমি এবং এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুরক্ষা অবকাঠামো বেড়িবাঁধ ও স্লুইচ গেইট না থাকা ও অন্যান্য কাঠামো অপর্যাপ্ত থাকায় এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউনিয়নের ৮০% এর অধিক মানুষ সরাসরি প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর, উপার্জনের একমাত্র সহায় সম্বল গবাদি পশু, হাঁস মুরগী, পুকুর অথবা নদীর মাছ ও জমির ফসল। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের এই নেতিবাচক প্রভাব প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর এই জনগোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অধিক ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে , ঘন ঘন বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, অতিজোয়ার, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি ও লবণাক্ততার প্রকটতার কারনে উৎপাদন কমে যাচ্ছে সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে বেড়িবাঁধ ও স্লুইচ গেইট না থাকায় বর্তমানে সাধারণ অমাবস্যা-পূর্ণিমারর জোয়ারেও ইউনিয়নের এক-তৃতী-য়াংশ জমি প্লাবিত হচ্ছে। আর ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোনে যেমন নদীভাঙ্গন বাড়ছে, তেমনি অধিকাংশ এলাকা লবণাক্ত পানিতে প্লাবিত হচ্ছে।

চিত্র ৫: ইউনিয়নের মোট ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর চিত্র

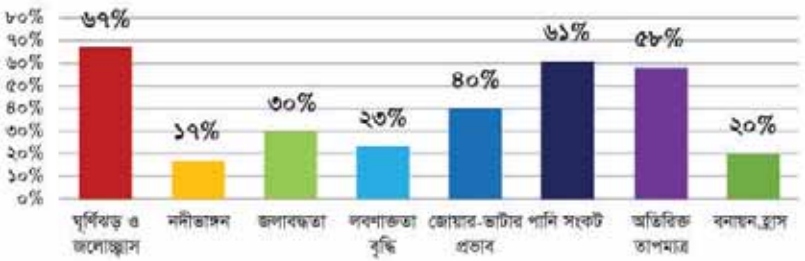

প্রান্তিক চাষীরা চড়া সুদে ঋণ নিয়ে জমিতে চাষ করছে কিন্তু ফসল হারিয়ে তারা নিঃস্ব হচ্ছে পাশাপাশি মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ায় মিঠা পানির মৎসজীবি, সমুদ্রগামী জেলে ও তাদের পরিবারগুলো জীবিকার উৎস হারাচ্ছে, নদীতে বিলুপ্তির পথে অনেক প্রজাতির মাছ, অনেকেই জীবিকা হারাচ্ছে। কেউবা পেশা বদল করছে, কেউ কর্মহীন হয়ে পড়ছে, এতে বেকার সমস্যা প্রকট হচ্ছে নেমে আসছে ভীষন দুর্ভোগ। সহায় সম্বল হারিয়ে ইতিমধ্যে ৫০টি পরিবার স্থানান্তরিত হয়ে শহড়মুখী হতে বাধ্য হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনসাধারণ-নর প্রদত্ত সুত্রমতে প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে সহায় সম্বল হারিয়ে বাস্তুচ্যত হয়ে জীবিকার সন্ধানে শহড়মুখী হচ্ছে মানুষ, বদলাতে শুরু করেছে পূর্ব পুরুষের পেশা, কেউ রিকশা চালাচ্ছে, কেউ দিন মজুরি করছে। স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী, ইউনিয়ন পরিষদ বর্গ, সরকারি ও বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের মতামত ও বিগত দিনের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ অনুযায়ী অত্র অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিদ্যমান প্রধানতম প্রভাবসমূহ:

ক. ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ও জলোচ্ছাস

খ. লবণাক্ততা বৃদ্ধি [শুষ্ক মৌসুমে নদীতে প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় জোয়ারের সাথে সমুদ্র হতে লবণাক্ততা পানির প্রবাহ বৃদ্ধি]

গ. নদীভাঙ্গন
ঘ. জলাবদ্ধতা
ঙ. জোয়ার-ভাটার প্রভাব
চ. পানি সংকট [সুপেয় পানি, কৃষি কাজে পানি সংকট, মৎস ব্যবস্থাপনায় প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি]
ছ. বনায়ন হ্রাস
জ. কৃত্রিম বা মানুষ্য সৃষ্ট সংকট
ঝ. দুর্যোগে ঝুঁকিহ্রাসে (বাঁধ ও স্লুইচ গেইট না থাকা এবং ব্যবস্থাপনার সমস্যা সমুহ)

ক. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস

দেশের একমাত্র ব-দ্বীপ জেলা ভোলা শহরের প্রাণকেন্দ্র বিশেষ করে একপাশে মেঘনা নদী আর ইউনিয়নটি অবস্থিত তেতুলিয়ার তীরে অন্যদিকে জেলের অন্যপ্রান্তে রয়েছে বঙ্গোপসাগর তাই ইউনিয়নটি সবসময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্র আঘাতের ঝুঁকিতে থাকে প্রতিবছর। স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, বিগত কয়েক দশক ধরে ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা ও পূর্বে চেয়ে বেড়েছে। ২০০৭ সালের সিডর থেকে শুরু করে,পর্যায়ক্রমে আইলা, মহাসেন, কোমেন, নার্গিস, মোরা, ফনি, বুলবুল সহ সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও ইয়াস এর আঘাতে বিপর্যস্ত এখানকার জনপদ। সরাসরি আঘাত না করলেও বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট যে কোন ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব সৃষ্ট বন্যা, জোয়ারের পানি, নদীভাঙ্গন, যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি এই অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। সাধারনত মধ্য মে মাস থেকে মধ্য জুলাই এবং অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর মাস পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের প্রবণতা বেশি থাকে। গত ৫ বছরে তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মোট ৬ টি ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে এই অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

এই দুর্যোগের প্রভাবে প্রাণহানিসহ জমির ফসল, মৎস্য সম্পদ, বনায়ন, গবাদীপশু, হাঁস-মুরগী, ঘরবাড়ি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং অবকাঠামোগত সম্পদ যেমন-রাস্তাঘাট,কালভার্ট প্রভৃতির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। স্থানীয় অর্থনীতি প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর হওয়ায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে এখানকার মানুষের জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। ঘূর্ণিঝড়ের সময় সৃষ্ট ৮-১০ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছাসে প্লাবিত হয় ইউনিয়নের সিংহভাগ অঞ্চল। ইউনিয়নের গ্রামগুলোর মধ্যে বিশেষ করে চর রমেশ, চর ভেদুরিয়া এবং চর চটকিমারা গ্রামের ক্ষতিগ্রস্থতার পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। এছাড়াও কৃত্রিম বা মানুষ্য সৃষ্ট সংকটও রয়েছে যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থতার মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে তার মধ্যে বনায়ন ধংস অন্যতম একটি কারণ।

স্থানীয় অর্থনীতি প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর হওয়ায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে এখানকার মানুষের জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে অমাবস্যা-পূর্ণিমার জোয়ার বা কাটালের সময়ই ৭-৮ ফুট পর্যন্ত জলোচ্ছাস হচ্ছে আর ঘূর্ণিঝড়ের সময় যা ৮-১০ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছাসে পরিণত হয়ে ইউনিয়নের সিংহভাগ অঞ্চল প্লাবিত করছে। ইউনিয়নের ৪টি গ্রামের মধ্যে চরভেদুরিয়া, চরচটকিমারা গ্রামের ক্ষতিগ্রস্থতার পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। এছাড়াও অপরিকল্পিত ইট ভাটা তৈরি, নদী হতে বালু উত্তোলন, অপ্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন ইত্যাদি কৃত্রিম বা মানুষ্য সৃষ্ট সংকটও রয়েছে যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থতার মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে তার মধ্যে বনায়ন ধ্বংসের অন্যতম একটি কারণ। স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও ইউনিয়ন পরিষদবর্গের তথ্য অনুযায়ী ইউনিয়নর প্রায় ৭০% জনগোষ্ঠী প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের কারনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ইউনিয়নে মোট সাইক্লোন শেল্টারের সংখ্যা রয়েছে ১৩টি, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের সময় মাত্র ১৫% মানুষ এতে আশ্রয় নিতে সক্ষম হয়, ঝুঁকিতে থাকে প্রায় ৮৫ % জনগোষ্ঠী।

টেবিল-৪: ভেদুরিয়া ইউনিয়নের গত ৫ বছরে ঘূর্ণিঝড়ের চিত্র [নাম, সময়কাল এবং ক্ষয়ক্ষতি]

ক্র. নং	ঘূর্ণিঝড়ের নাম	সময়কাল	ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্থতার চিত্র						
			কৃষিতে ক্ষতি%	মৎস্য খাতে ক্ষতি %	প্রাণি সম্পদে ক্ষতি %	লবণাক্ত পানিতে % জমি প্লাবিত হয়েছে	বেড়িবাধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে	জমি জলাবদ্ধ হয়েছে %	ক্ষতিগ্রস্থ ঘরবাড়ি
১	রোয়ানু	মে, ২০১৬	১৩%	৩৫%	৫%	২৫%	-	২০%	১২৪০ টি প্রায়
২	মোরা	মে, ২০১৭	১১%	৩৮%	৬%	৩২%	-	১৩%	১৩৮০ টি প্রায়
৩	ফনী	মে, ২০১৯	১৫%	৯%	২%	১৯%	-	১৭%	৩২০ টি প্রায়
৪	বুলবুল	নভেম্বও, ২০১৯	২১%	৩২%	৮%	১২%	-	২৭%	৬৫০ টি প্রায়
৫	আম্ফান	মে, ২০২০	২৩%	৩০%	৬%	২১%	-	২০%	৭৫০ টি প্রায়
৬	ইয়াস	মে, ২০২১	২১%	২৫%	৮%	২৪%	-	২২%	৯৫০ টি প্রায়

সুত্র: ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ভোলা সদর, ভোলা

ফসলি জমির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি মৎস্য ও প্রাণি সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিও আশংকাজনক।

চিত্র ৬: বাৎসরিক অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতির গড় চিত্র (টাকায়)

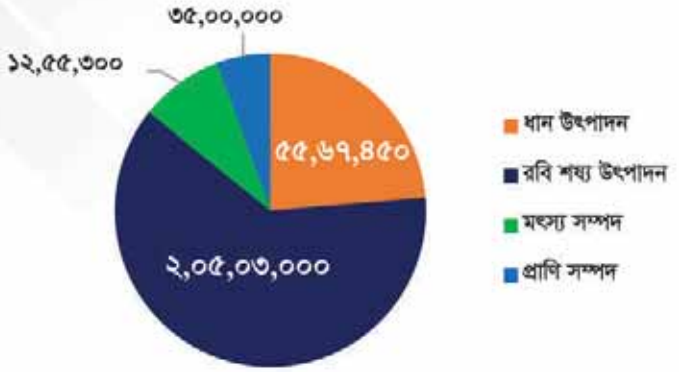

ইউনিয়নটিতে একটি মাত্র মাটির কিল্লা রয়েছে, যা সংস্কারের অভাবে ব্যবহারের অনুপোযোগি আর কোন মাটির কেল্লা না থাকায় দুর্যোগের সময় কৃষক ও খামারিদের গবাদি পশু ও হাস মুরগীর ক্ষতি দিন দিন বাড়ছে। যদিও চলতি বছর পিকেএসএফএর অর্থায়নে একটি বেসরকারি সংস্থার মহিষের জন্য একটি কিল্লা নির্মাণ করেছে, কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদকে যুক্ত না করায় তার সুবিধা সকল কৃষক পাচ্ছে না। উপজেলা কৃষি অফিস ও স্থানীয় কৃষকদের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী গত ৫ বছরের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বা, বন্যা, লবনাক্ততা, অতিবৃষ্টি-অন-বৃষ্টিতে ক্ষয়ক্ষতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ভেদুরিয়া ইউনিয়নে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫৫,৬৭,৪৫০ টাকার ধান, রবি শষ্য নষ্ট হয় প্রায় মূল্য ২ কোটি ৫০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার। উল্লেখ যে, চলতি বছর শুধু ফুট-তরমুজ চাষীদের লবণাক্ত পানি প্রবেশের কারণে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার ফুট-তরমুজ নষ্ট হয়েছে। এছাড়াও ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার তিনশত টাকার মৎস্য সম্পদ ও ৩৫ লক্ষ টাকার প্রাণি সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখ যে চলতি বছর মাত্রারিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের প্রভাবে ও লবণাক্ত পানি প্রবেশের ফলে এ ক্ষতি পরিমাণ ২ কোটি ছাড়িয়ে যাবে।

খ. জোয়ার-ভাটা ও লবণাক্ততা [খাবার পানি ও পুকুরের পানি নদীর প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় খাল গুলোতে লবণাক্ততার প্রাধান্য বৃদ্ধি]

দেশের যেকোনো অঞ্চলের মত ভেদুরিয়া ইউনিয়নটিও জোয়ার-ভাটা কবলিত অঞ্চল। বর্তমানে সাধারণ জোয়ারের সময় এখানে প্রায় ৩-৫ ফুট উচ্চতায় পানি প্রবাহিত হয়, কিন্তু অমাবস্যা-পূর্ণিমার অতিজোয়ারে পানির উচ্চতা প্রায় ৬-৮ ফুট পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে ইউনিয়নের প্রায় ১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। জোয়ারের পানির সাথে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে যা স্থানীয় প্রকৃতি ও জীব বৈচিত্র্য এর স্বাভাবিক অবস্থাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। স্থানীয় নাগরিকদের মতে, গত ১০ বছর আগেও এখানে জোয়ারের পানি সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিলো ২-৩ ফুট এবং জমি থেকে খুব দ্রুত পানি সরে যেতো, কিন্তু এখন জোয়ারের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জমি থেকে পানি সরতে কমপক্ষে ৭-৮ দিন সময় লাগে,যা ফসলি জমি ও মৎস্য সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বাড়াচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদের দেয়া তথ্য মতে, ইউনিয়নের প্রায় ৪৫-৫০% মানুষ এই জোয়ারভাটার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

ভেদুরিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত নদী ও খালগুলোতে ক্রমান্বয়ে লবণাক্ত পানি প্রবেশের কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে জীববৈচিত্র্য ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠছে। ছবি-ভেদুরিয়া ইউনিয়ন।

শুষ্ক মৌসুমে তেতুলিয়া নদীতে পানির প্রবাহ কমে যাচ্ছে এবং বৃষ্টিপাত হওয়ায়, তখন অমাবস্যা- পূর্ণিমার প্রভাবে সৃষ্ট জোয়ারের ফলে সমুদ্র হতে আসা পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এবং এরসাথে নদীতে ব্যাপক হারে লবনাক্ত পানি প্রবেশ করে। যা বেড়িবাঁধ ও স্লুইচ গেইট না থাকায় অতিসহেজেই লোকালয়, কৃষিজমি, পুকুরসহ সর্বত্র প্রবেশ করে। তাই গত ২-৩বছর যাবত প্রয়োজনীয় সুরক্ষা অবকাঠামোর অভাবে ভেদুরিয়া ইউনিয়নে লবণাক্ততার মাত্রা দিন দিন আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ২ পাশেই তেতুলিয়া নদী এবং একপাশে গনেশপুর বা খেয়াঘাপ নদী। এই নদীগুলো থেকে প্রবাহিত অসংখ্য ছোট ছোট শাখা খাল ইউনিয়নের ভেতরে জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। স্থানীয়দের সূত্র মতে গত ১০ বছর ধরে এখানে লবণাক্ততার তেমন প্রভাব লক্ষ করা না গেলেও বিগত ২-৩ বছরে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে আশংকাজনক ভাবে, সাধারনত অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত লবণাক্তার প্রভাব বেশি থাকে। বেড়িবাঁধ ও স্লুইচগেট না থাকার কারণে জলোচ্ছ্বাস ছাড়াও সাধারন ও আমাবস্যা পূর্ণিমার জোয়ারের পানি অভ্যন্তরে প্রবেশ করে লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি করছে।

উপজেলা কৃষি অফিস ও স্থানীয় কৃষকের সূত্র মতে নদীর পানিতে লবণাক্ততার বৃদ্ধির কারনে মাটিতে ও লবণাক্ততা দেখা দিয়েছে। নদীর লবণাক্ত পানি দিয়ে কৃষি জমিতে সেচ দেয়ায় ফসলের উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে, কৃষকরা এবছর আমনের বীজতলাই তৈরি করতে পারেনি লোনা পানির কারনে, রবি শষ্য উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে প্রায় ২৫%। পুকুরের লবণাক্ত পানি প্রবেশের ফলে কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদন ও মারাত্তকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। স্থানীয় মৎস্যচাষীদের তথ্যমতে চলতি বছরই পুকুরে লবণাক্ত পানি প্রবেশের ফলে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার মাছ ও পোনা মারা গেছে। এছাড়াও নদী,খাল, পুকুড় ও নলকুপের পানিতে অতিমাত্রায় লবণাক্তার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্যগত রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে, যেমন- চর্মরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ত্রীরোগজনিত সমস্যা, টাইফয়েড,কলেরা ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশি ঝুকিতে রয়েছে নারী, শিশু, কিশোরী ও বৃদ্ধরা। চলতি বছর পানি বাহিতরোগ ডাইরিয়ায় প্রায় ৫ শতাধিক লোক আক্রান্ত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের প্রদত্ত সূত্র মতে লবণাক্তার প্রভাবে প্রায় ৩৩% মানুষ ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্থতার শিকার হয়েছে।

গ. নদীভাঙ্গন

গত ১০-১৫ বছর পূর্বে নদীতার স্বাভাবিক নিয়মে ভাঙ্গনের প্রবনতা লক্ষ্য করা গেছে। তবে গত ২-৩ বছরে পানি প্রবাহ ও উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় নদীভাঙ্গনের তীব্রতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি ভাঙ্গনের এলাকাও (দৈর্ঘ্য- ৩ কি.মি.) বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয়দের তথ্য মতে, প্রায় ৪ কিলোমিটার/ ২০ একর জমি নদীভাঙ্গনের ফলে বিলীন হয়ে গেছে। গত ২-৩ বছর যাবত নদীভাঙ্গনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩ কিলোমিটার ও প্রস্থে ৩০০ মিটার এলাকা ভাঙ্গনের ফলে বিলীন হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ৩০০ মিটার জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

নদী ভাঙ্গনের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং এর ফলে সৃষ্ট লবণাক্ততার কারণে ভেদুরিয়া ইউনিয়ন ফসলি জমির পাশাপাশি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে এর ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইউনিয়নের প্রায় ৮৫% শতাংশে জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ছবি-ভেদুরিয়া ইউনিয়ন

ইউনিয়নের সবচেয়ে বেশি নদীভাঙ্গন কবলিত হচ্ছে ৫,৬,৭, ৮, ৯ নং ওয়ার্ড ও চরচটকিমারা। গত ১০ বছরে এর ফলে প্রায় ৮০০-৯০০ পরিবার বাস্তচ্যুত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪০% বর্তমানে অন্যের জমিতে না হয়, খাস জমিতে অস্থায়ী ভাবে বসবাস করছে, কেউ কেউ সরকারি আবাসনে বসবাস করছে। যার ২৫% ইউনিয়নের অন্যান্য ওয়ার্ডে ও ১৫% জেলার অন্যান্য স্থানে অভিবাসিত হয়েছে এবং ৬০% বাস্তচ্যুত মানুষ আশ্রয় ও জীবিকার সন্ধানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরমুখী হয়েছে। স্থায়ী টেকসই উপকূলীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা (বেড়িবাঁধ ও স্লুইচ গেইট) নিশ্চিত করতে না করতে পারলে এই নদীভাঙ্গনের হার ভবিষ্যতে আরো তীব্র হতে পারে বলে আশংকা করছেন স্থানীয় জনসাধারন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা।

ঘ. জলাবদ্ধতা

বর্তমানে ভেদুরিয়া ইউনিয়নের প্রধান সমস্যা জলবাদ্ধতার। ঘূর্ণিঝড়ের কারনে সৃষ্ট জলোচ্ছাস, আমাবস্যা ও পূর্ণিমার ভরা জোয়ার এবং বৃষ্টিপাতের কারনে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। পানি নিষ্কাশন ব্যাবস্থা না থাকায় জমিগুলো জলাবদ্ধতার নেতিবাচক প্রবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় কৃষকের তথ্য মতে, ইউনিয়নের বছরে প্রায় ২৩০ হেক্টর জমিতে জলাবদ্ধতার নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এজমিগুলো আস্তে আস্তে ৩ ফসলি জমি হতে এখন দুই ফসলি ও এক ফসলি জমিতে রুপান্তরিত হচ্ছে। দিন দিন এই জলাবদ্ধতার হার কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে ব্যাহত করছে ফলে কৃষকদের উৎপাদন খরচ যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমন আয়ও হ্রাস পাচ্ছে। পানি নিষ্কাশনের জন্য জমিগুলোতে ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকা এবং খননের অভাবে খালগুলোতে পলি জমে খালগুলো অনেকংশে ভরাট হয়ে যাওয়ায় পানি নিষ্কাশন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এছাড়াও স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ অপরিকল্পিতভাবে ড্রেন না থাকা, অপরিকল্পিত কালভার্ট নির্মাণ করার কারণেও জলবদ্ধতা বাড়ছে।

ঙ. পানি সংকট [সুপেয় পানি, কৃষি কাজে পানি সংকট, মৎস ব্যবস্থাপনায় প্রভাব ও ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি]

ভেদুরিয়া ইউনিয়নের সুপেয় পানির বর্তমানে কেমন সংকট না থাকলেও দিন দিন এর শংকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। লবণাক্ততার মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় মিঠা পানির আধার সংকুচিত হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয়দের দেয়া তথ্যমতে গত ১৫-২০ বছর আগে যেখানে ৭০০-৮০০ ফুট গভীরেই সুপেয় পানির স্তর পাওয়া যেত, সেখানে এখন ৮৫০-৯৫০ ফুট গভীর পর্যন্ত যেতে হচ্ছে। তবে গত ২-৩ বছর যাবত যেভাবে শুকনো মৌসুমে বিশেষ করে অক্টোবর-মার্চ মাসের দিকে লবণাক্ত পানি ইউনিয়নটিতে প্রবেশ করছে, ফলে অদূও ভবিষ্যৎতে লবণাক্ততার প্রভাবে সুপেয় পানির তীব্রতা সংকট দেখা দেয়ার আশংকা করছে স্থানীয়রা।

সুপেয় পানি সংকট এখন কম থাকলেও শুষ্কমৌসুমে কৃষিকাজে পানি সংকটের তীব্রতা প্রকট আকার ধারন করেছে। স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে অত্র ইউনিয়নে অগভীর নলকুপের সেচ সুবিধা না থাকায় কৃষি জমিতে সেচের পানির একমাত্র উৎসই হচ্ছে খালের

পানি। খালগুলোতে পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া, সঠিক সময়ে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় খালে মিঠা পানির প্রবাহ না থাকা এবং লবণাক্ত পানির প্রবেশের ফলে ভেদুরিয়া ইউনিয়নে বর্তমানে কৃষিকাজে সেচ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে কৃষিক্ষেত্রে। ফলশ্রুতিতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ও উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। চলতি বছরের এপ্রিল-মে মাসে অত্যাধিক তাপমাত্রার সময় খালে পানির প্রবাহ না থাকায় কৃষকরা জমিতে সেচ দিতে পারেনি ফলে রবি শষ্যের উৎপাদন প্রায় ২৫% হ্রাস পেয়েছে।বিশেষ করে ডাল ও মরিচের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল, আবার চৈত্র-বৈশাখ মাসে অতি জোয়ারে লবণাক্ত পানি ডুকে ইউনিয়ন ৮০% ফুট-তরমুজ ক্ষেত নষ্ট করছে। এছাড়া অক্টোবর-মার্চ মাস পর্যন্ত খালগুলোতে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করলেও বিকল্প উপায় না থাকায় কৃষকরা বাধ্য হয়েই লবণাক্ত পানি জমিতে সেচ হিসেবে ব্যাবহার করেছে যা ফসলের উৎপাদন ব্যবস্থাকে দিন দিন হুমকির মুখে ফেলছে।

ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয়দের মতে, গত ১০ বছরে বিভিন্ন সময়ে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়েছে। ফলশ্রুতিতে স্থানীয়দের বিশেষ করে দুর্যোগ কালীন সময়ে তীব্র সুপেয় পানি সংকটে পড়তে হচ্ছে। ছবি- ভেদুরিয়া ইউনিয়ন।

ইউনিয়ন পরিষদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ভেদুরিয়া ইউনিয়নের অভ্যন্তরে প্রবাহিত ৬টি প্রধান খাল ও নদী এবং অসংখ্য শাখা খাল রয়েছে, যার আয়তন প্রায় ৪৫ কি: মি:, তারমধ্যে প্রায় ২২% খাল খননের অভাবে ইতিমধ্যে ভরাট হয়ে গিয়েছে আর নদীতে পলিজমে সৃষ্টি হচ্ছে ডুবচর। ফলে অসময়ে অতিপানির প্রবাহ এবং প্রয়োজনে পানির অভাবে সেচকাজ ব্যাহত হচ্ছে, আবার যথাসময়ে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় প্রায় সময় পুকুরগুলো শুকিয়ে থাকে এবং পানি দূষিত হওয়ার ফলে মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে, আয় উপার্জন কমে যাওয়ার ফলে দরিদ্র পরিবারগুলো আরো দারিদ্রতার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

চ. বনায়ন হ্রাস

ইউনিয়ন পরিষদের প্রদত্ত সূত্রমতে, ভেদুরিয়া ইউনিয়নে কোনো প্রাকৃতিক বনায়ন না থাকলেও প্রায় ৪০ কি:মি: এলাকা জুড়েই সামাজিক বনায়ন ছিলো। যার অধিকাংশই ছিল তেতুলিয়া ও গনেশপুর নদীতীরে এবং মহাসড়কর দুপাশের রাস্তায়। গত ১০ বছরের অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় ২৫% সামাজিক বনায়ন অপ্রয়োজনে নষ্ট বা কেটে ফেলা হয়েছে। স্থানীয়দের মতে, বনভূমি কমে যাওয়ার সাথে সাথে দুর্যোগের তীব্রতাও প্রচন্ডভাবে বেড়েছে, বাতাসের প্রচন্ড গতিবেগ সরাসরি ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ করছে অপরদিকে নদীতীরে ভাঙ্গন বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গনের প্রবণতা ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা নদীতীরের বসবাসকারীদেরকে ক্রমশ দুর্যোগ ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

৫.২) কৃত্রিম বা মানুষ্য সৃষ্ট সংকট

স্থানীয় কৃষকদের প্রদত্ত সূত্রমতে, স্থানীয়ভাবে কয়েকটি খালের মধ্যে বাঁধ পানির প্রবাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সেখানে এখন স্থানীয়রা মাছ চাষ করছে। এতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে স্থানিয় কৃষকরা, যেহেতু এখানকার সেচ ব্যবস্থা এখনও খাল নির্ভর। তেতুলিয়া নদীতে সৃষ্টি হওয়া ডুবোচর গুলো খনন না করা, নদীতীরে বাঁধ ও স্লুইচ গেইট নির্মাণ না করার কারণে সাধারণ জোয়ারেই ইউনিয়নে ৬-৯নং ওয়ার্ডে ৬০ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। অবৈধভাবে নদী থেকে বালু উত্তোলনের ফলে নদীভাঙ্গন বাড়ছে। কিল্লা মেরামত না করা ও নতুন কিল্লা তৈরির উদ্যোগ না নেয়ায় দুর্যোগে গবাদীপশুর হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরিকল্পিত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বিশেষ করে সঠিক স্থান নির্বাচন না করে কালভার্ট নির্মানের ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে, যথাস্থানে সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ না করায় দুর্যোগকালীন সকল জনগণকে ঝুঁকিমুক্ত রাখা যাচ্ছে না। ইউনিয়ন পরিষদের সূত্রমতে, চরচটকিমারা বাজার এলাকায় ৩টি সাইক্লোন শেল্টার রয়েছে, কিন্তু দক্ষিণ চটকিমারায় একটিও সাইক্লোন শেল্টার নেই, ফলে সেখানকার জনগণ চরম দুর্যোগ ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে।

৫.৩) বাঁধ ব্যবস্থাপনা ও এর সমস্যা

ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ২০ কিলোমিটার এলাকা তেতুলিয়া ও গনেশপুর নদীর পাড়ে অবস্থিত, তারমধ্যে ১৫ কিলোমিটার এলাকা তেতুলিয়া নদীর পাড়ে এবং ৫ কিলোমিটার এলাকা গড়াই নদীর পাড়ে অবস্থিত। কিন্তু এত বড় নদীতীরবর্তী এলাকায় কোনো বেড়িবাঁধ ও স্লুইচ গেইট না থাকায় যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ও অতিজোয়ার হলে ইউনিয়নটির এক-তৃতীয়াংশ প্লাবিত হচ্ছে। পানি লোকালয়ে প্রবেশ করে, আমাবস্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারের সাথে আসা লবণাক্ত পানি নিয়মিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বসতভিটা, পুকুর ও জমিকে প্লাবিত করছে। এলাকায় কোন বেড়িবাঁধ না থাকায় যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও স্বাভাবিক জোয়ারের পানিতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে তলিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য ফসলি জমি ও মাছের ঘের। টেকসই উপকূলীয় বেড়িবাঁধ এর অভাবে এই অঞ্চলের কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ছাড়াও লবণাক্ততার কারণে মিঠা পানির বিভিন্ন অবকাঠামোরও ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। ফলে জীব বৈচিত্র্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ছে।

বেড়িবাঁধ না থাকার কারণে জোয়ারের সঙ্গে লবণাক্ত পানি লোকালয়ে প্রবেশ করছে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। ছবি-ভেদুরিয়া ইউনিয়ন।

গতানুগতিক ধারায় ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে এর ফলে সেখানে কিছু অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি হয়, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার যে সকল কর্মসূচীসমূহ সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনায় থাকে সেগুলো সরাসরি চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না ফলে সঠিক সময় ও প্রয়োজনে গুরুত্বানুযায়ী কার্যকর উদ্যোগ নেয়া যায় না। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নেতিবাচক ও ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ কমিয়ে আনার জন্য অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন অতীব জরুরী। ইউনিয়ন পরিষদ যদি এই ধরনের জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে তাহলে একদিকে যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন করবে তেমনি ভবিষ্যতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

৬. অত্র এলাকায় অভিযোজন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কেন বা যৌক্তিকতা

৬.১ অভিযোজন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বা যৌক্তিকতা এই পরিকল্পনার ফলে কি ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এই এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিধি ও মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দুর্যোগের প্রভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের মাত্রা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। ভেদুরিয়া ইউনিয়নের প্রায় ৮০% মানুষের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে এই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। যা একইসাথে স্থানীয়দের অর্থনৈতিক সক্ষমতা হ্রাস করছে এবং তাদের জীবনযাত্রাকে আরো উন্নত ও বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানীয় প্রভাব মোকাবেলা করতে অভিযোজন সক্ষমতা অর্জনের যে সম্ভাবনা তাও ক্রমান্বয়ে কমিয়ে দিচ্ছে। কারণ, অর্থনীতিবিদদের মতে যে কোন নেতিবাচক প্রভাবের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে অধিক বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় সেটা শারিরীক, মানসিক এবং অর্থনৈতিক।

ক. উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা সুরক্ষায় জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ এবং নষ্ট স্লুইচ গেইট মেরামত ও নির্মাণ

ভেদুরিয়া ইউনিয়নের অর্থনীতি মূলত কৃষিখাত নির্ভর, শতকরা প্রায় ৮০% মানুষ এই সেক্টরের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। অথচ প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এই খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং ক্ষতিগ্রস্থ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর গত ৫ বছরের প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতি বছর শুধু মাত্র ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের কারনে গড়ে শুধু ধান উৎপাদনে কৃষকের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ ১১ হাজার ৯ শত টাকা, রবি শস্য নষ্ট হচ্ছে যার বাজার মূল্য প্রায় ৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। উল্লেখ্য যে, গত চৈত্র-বৈশাখ মাসে শুধু ফুট-তরমুজ চাষীদের লবণাক্ততার জন্য আর্থিক ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এছাড়াও বছরে গড়ে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ২৫ হাজার ৩ শত টাকার মৎস্য সম্পদ এবং ৩৫ লক্ষ টাকার প্রাণি সম্পদে ক্ষতি হয়।

এছাড়া এই ইউনিয়নে অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বাড়ছে সে কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শারিরীক ও মানসিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এবং তারা দারিদ্রতার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও পরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং এই দুর্যোগ থেকে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা সুরক্ষায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি উপকূলীয় সুরক্ষা অবকাঠামোগুলোতে বিনিয়োগ; যেমন টেকসই বেড়িবাঁধ ও স্লুইচ গেইট নির্মাণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে। যাতে সেগুলো ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় স্থায়ী ও কার্যকর সমাধান হতে পারে। জলোচ্ছাসের গড় উচ্চতা বিশ্লেষণ করে বেড়িবাঁধ ও স্লুইচগেইট নির্মাণ করা গেলে যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, আকস্মিক বন্যা, জোয়ারভাটা, লবণাক্ততার প্রভাব এবং নদীভাঙ্গন থেকে মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হবে। ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস পাবে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি থেকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণের ফলে উপকূলীয় এলাকার জমি ও বসতভিটা রক্ষা পাবে এবং জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির হার হ্রাস পাবে। যা সামগ্রিকভাবে ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

খ. নদী ভাঙ্গন রোধ, জমিতে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করতে খাল ও নদীর ডুবোচর খনন কর্মসূচী গ্রহণ এবং অগভীর নলকূপ স্থাপন

ভেদুরিয়া ইউনিয়নে মোট ৬টি প্রধান খাল ও নদী রয়েছে এবং এই খাল ও নদী থেকে অসংখ্য ছোট ছোট খাল জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫ কি.মি.। আবহমান কাল থেকে এখন পর্যন্ত খালের পানিই এই জনপদের কৃষি সেচের একমাত্র ভরসার স্থল। অথচ খননের অভাবে তেতুলিয়া নদীতে অসংখ্য ডুবচর সৃষ্টি হয়ে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে, ভাঙ্গছে নদীতীর।আর ২২% খাল খননের অভাবে ভরাট হয়ে যাওয়ার কারনে খালগুলোর পানি ধারন ক্ষমতা ও অত্যন্ত সীমিত। এতে করে ২৩০ হেক্টর আবাদি জমির ধান ও রবিশস্য উৎপাদন মারাত্তকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে জোয়ার ও জলোচ্ছাসের সাথে লবণাক্ত পানি ভেতরে প্রবেশ করছে এবং ফসল ও মৎস্য চাষের উৎপাদনকে ভয়াবহ হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে, জমিতে লবণাক্ততা মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা পুরো ইকো সিস্টেমকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তুলছে।

সুতরাং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খালগুলো খনন করা গেলে তার স্বাভাবিক নাব্যতা ফিরে আসবে, পানির প্রবাহ থাকবে। পাশাপাশি নষ্ট স্লুইচ গেইটগুলো কার্যকর করা গেলে বর্ষা মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি ধারন করে রাখা সম্ভব হবে ফলে শুকনো মৌসুমে সেচ কাজের বিঘ্ন ঘটবেনা। এছাড়া দুর্যোগের সময় জলোচ্ছাস এবং জোয়ারের সাথে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করতে পারবে না ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হবেনা এবং কৃষকদের আর্থিক ক্ষয় ক্ষতি হ্রাস পাবে ও প্রকৃতির স্বাভাবিকতা বজায় থাকবে। এছাড়াও সেচ ব্যবস্থা নির্বীঘ্ন করতে অগভীর নলকুপ স্থাপন করা যেতে পারে,খালে লবণাক্ত পানির প্রবাহ থাকলেও সে সময় কৃষকরা পর্যাপ্ত সেচ দিতে পারবে।

গ. জমির জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নতকরণ

জলবাদ্ধতার সমস্যা ভেদুরিয়া ইউনিয়নের অন্যতম একটি প্রধান সমস্যা। ইউনিয়নের প্রায় ২৩২ হেক্টর জমি বর্তমানে জলাবদ্ধতার কারণে তিন ফসলি জমি দুই ফসলি জমিতে পরিণত হয়েছে। ফলে ফসল উৎপাদনের আবাদি জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে এবং আস্তে আস্তে ফসলি জমিগুলো এক ফসলি ও দুই ফসলি জমিতে রুপান্তরিত হচ্ছে। জলবাদ্ধতার সমস্যা সমাধানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও কৃষকদের মতামত নিয়ে প্রয়োজনীয় স্থান বিবেচনায় ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ করা গেলে জমির পানি অতি দ্রুত নিষ্কাশন হতে পারবে ফলে জলবাদ্ধতার সৃষ্টি হবে না আবার শুকনো মৌসুমে সেচ ব্যবস্থার জন্য তা যথেষ্ট সহায়ক হবে।

ঘ. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল বিবেচনায় আশ্রয় কেন্দ্র ও মাটির কেল্লা নির্মাণ

নিম্নাঞ্চল হওয়ায় কারণে সমগ্র ভেদুরিয়া ইউনিয়নটি দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চল। এখানে প্রতিবছরই নানামুখী প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত করে। ইউনিয়ন পরিষদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী বসতবাড়ির কাঠামোগত চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ভেদুরিয়া ইউনিয়নে মোট ৮১০০ টি বসতবাড়ি রয়েছে তার মধ্যে ৫৩৮৬ টি কাচাঁ ঘর, ২১৮৭ টি আধা পাকা ঘর এবং ৫২৭ টি পাকা ঘর। এই ইউনিয়নে মোট ১৩টি আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে যেখানে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৭% জনগোষ্ঠি দুর্যোগকালিন সময় সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

চিত্র ৭: ভেদুরিয়া ইউনিয়নের বসতবাড়ির চিত্র

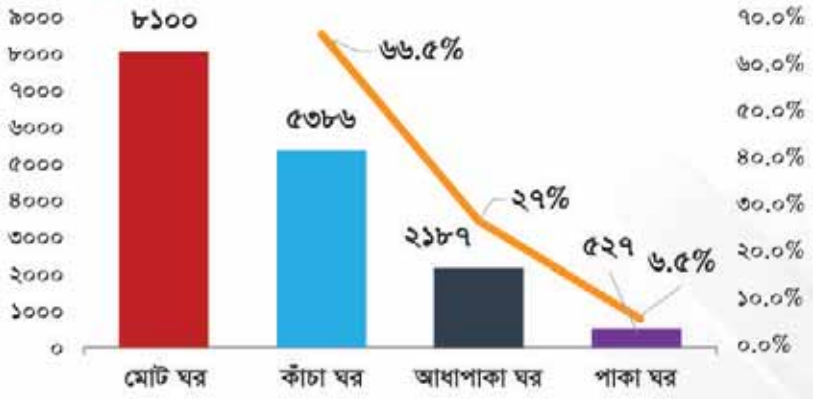

তবে স্থানীয়দের মতে অধিকাংশ আশ্রয় কেন্দ্রগুলো দুর্যোগ ও ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে তৈরি করা হয়নি। এছাড়া অত্র অঞ্চলে একটি মাত্র মাটির কিল্লা যা দীর্ঘদিন

সংস্কার না করায় ব্যবহার অনুপোযোগি অবস্থায় রয়েছে, এছাড়া কোন মাটির কেল্লা না থাকায় দুর্যোগকালিন সময়ে গবাদি পশুর ক্ষয়-ক্ষতিও আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয়দের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে আশ্রয় কেন্দ্র ও মাটির কেল্লা নির্মাণ করা হলে দুর্যোগের সময় মানুষ ও গবাদিপশু নিরাপদ আশ্রয় নিতে পারবে, ফলে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পাবে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হবে। সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণে নদীতীরবর্তী ৫,৬, ৭, ৮, ৯ নং ওয়ার্ড ও দক্ষিন চরচটকিমারাকে ও কিল্লা নির্মাণে চরচটকিমারাকে অগ্রাধিকার দিলে সরাসরি দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি উপকৃত হবে।

ঙ. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আভ্যন্তরিণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতকরণ

ইউনিয়নটির মূল সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটামোটি ভালো হলেও ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ অনেক কাঁচা-পাকা ও হেরিং বন্ড রাস্তা রয়েছে। ইউনিয়নটিতে বেড়িবাঁধ ও স্লুইচ গেইট না থাকায় যা প্রতিবছর বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, অতিজোয়ার, বর্ষার পানির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, কোথাও সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যাচ্ছে। তাই বাঁধ নির্মাণ এবং রাস্তাগুলো উঁচু, টেকসই ও সম্পূর্ণ পাকা করা গেলে ইউনিয়নের আভ্যন্তরিণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে। যার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে ইউনিয়নের অর্থনীতিতে।

চ. দুর্যোগ ঝুঁকি, ভূমিক্ষয় ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব প্রশমনে সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বনায়নের ভূমিকা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ গত ১০ বছরে ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ৪০ কি.মি. এলাকা জুড়ে সামাজিক বনায়নের প্রায় ২৫% ইতিমধ্যে হ্রাস পেয়েছে। এর বিরুপ প্রভাবে বেড়িবাঁধের আশেপাশের মানুষগুলো অধিক দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, পাশাপাশি ভূমিক্ষয় এর মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে বেড়িবাঁধ ও রাস্তার স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে। নদীতীর, চরচটকিমারা এবং ইউনিয়নের রাস্তাগুলোর দুই পাশের খালি স্থানে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা গেলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব থেকে ভেদুরিয়া ইউনিয়নের উপকূলবর্তী প্রায় ৪০ বর্গ কি. মি. এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পাবে,ভূমিক্ষয় রোধ পাবে। ফলে বেড়িবাঁধ ও রাস্তাগুলোর স্থায়ীত্ব বাড়বে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জ্বালানি চাহিদা পুরণ করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সুবিধা ও বৃদ্ধি করবে এবং সর্বোপরি সামাজিক বনায়ন বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব প্রশমনেও ভূমিকা রাখবে।

ছ. কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসে জলবায়ু সহিষ্ণু প্রযুক্তির প্রসার দক্ষতা বৃদ্ধির পাশপাশি সহজ শর্তে ঋণ প্রদান

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ভেদুরিয়া ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ খাত হচ্ছে কৃষি ও মৎস্য। তাই এই খাতের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস করতে হলে জলবায়ু সহিষ্ণু প্রযুক্তির প্রসার এবং কৃষকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে যেমন- কম সময়ে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব এমন জাতের ফসল লাগানো। লবণাক্ততা ও খরা সহনশীল জাতের শষ্য আবাদ করা, জলাবদ্ধ ও বন্যা প্রবন নিচু এলাকায় সার্জন, বস্তা বা বেড পদ্ধতিতে সবজি চাষ করা। সমন্বিত পদ্ধতিতে মাছ, সবজি ও ফল চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুত করার কৌশল, দ্রুত বর্ধনশীল মাছ; যেমন-তেলাপিয়া, সরপুটি চাষ করা। বিরুপ পরিবেশে/অল্প পানিতে বাঁচতে পারে এমন প্রজাতির মাছ; যেমন: শিং, মাগুর, কই ইত্যাদি মাছের চাষ বাড়াতে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সহজ শর্তে কৃষকদের ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যাতে তারা তাদের কর্মদক্ষতা কাজে লাগাতে পারে এবং অভিযোজন সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি কমানোর মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস পাবে উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ পাবে, ভবিষ্যৎ জলবায়ু অভিঘাত থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারবে।

ভেদুরিয়া ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তনের বিদ্যমান প্রভাবে বিশেষ করে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসে বিভিন্ন জলবায়ু সহিষ্ণু প্রযুক্তির প্রসার ও ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষী ও জেলে এবং অন্যান্যদের দক্ষতার বৃদ্ধির উপর সরকারের গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপের উপর আলোচনা করছেন উপজেলা মৎস্য অফিসার। ছবি : ভোলা সদর।

জ. ক্ষতিগ্রস্থ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি

ইউনিয়ন পরিষদের প্রদত্ত সূত্রমতে মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩৫% দরিদ্র ও অতি দরিদ্র, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রামগত বিপর্যয়ের কারণে এই সংখ্যা দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশাল এই জনগোষ্ঠীকে পেছনে রেখে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন কখনই সম্ভব নয়। তাই জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীণ নারী ও কিশোরীদের জন্য ইউনিয়ন ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মধ্যে ৩ মাসের সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্স, হস্ত ও কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ, বুটিক বাটিক এর উপর প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এই ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শেষে তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে পারলে তাদের বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে এর ফলে তাদের

পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে, অর্থনৈতিক সক্ষমতা নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করবে, পরিবার থেকে দারিদ্রতা দূর হবে, স্কুলের ঝরে পরা, নারী নির্যাতন ও বাল্য বিবাহের হার হ্রাস পাবে।

ঝ. অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কমাতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে ভার্মি কম্পোষ্ট ও জৈব সারের ব্যবহার সম্প্রসারণ

ভেদুরিয়া ইউনিয়নের কৃষি জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার মাত্রাতিরিক্ত, রাসায়নিক সারের চড়া দামের কারনে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, তাদের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে আবার অন্যদিকে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির পাশাপাশি পরিবেশেরও মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। তাই কৃষকদের রাসায়নিক সারের পরিবর্তে যদি ভার্মি কমপোষ্ট ও জৈব সার উৎপাদনের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া যায় এবং ব্যবহারের জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ ও সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নেয়া যায় তাহলে উৎপাদন খরচ কমবে, তারা অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হবে আবার পরিবেশগত বিপর্যয়ের হার হ্রাস পাবে।

৭. কোন কোন খাতে অভিযোজন পরিকল্পনা অগ্রাধিকার পেতে পারে

স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের প্রদত্ত মতামত ও বিগত বছরের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ পর্যালোচনায় দেখা যায় ভেদুরিয়া ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা ও ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনতে খাতভিত্তিক অভিযোজন পরিকল্পনার অগ্রাধিকার অতিব গুরুত্বপূর্ণ।

পর্যাপ্ত উপকূলীয় সুরক্ষা অবকাঠামো ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতার অভাব দিন দিন এই পরিবর্তনের প্রভাবকে আরো তীব্র থেকে তীব্রতর করছে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। দুর্যোগের নানামুখী প্রভাবে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে সেচ ও সুপেয় পানিয় জলের সংকট তীব্রতর হচ্ছে,বর্তমান বেঁড়িবাঁধ সমূহ সর্বোচ্চ ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় সক্ষম না হওয়ায় এগুলো প্রতিবছরই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন সামগ্রিকভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক দুর্দশাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলছে যার সুস্পষ্ট চিত্র ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে। তাই খাত ভিত্তিক অভিযোজন পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষা করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা বর্তমান সময়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।
ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় যেসকল বিষয়কে আগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, তার সাথে আগামী দিনের কর্মকান্ডে বিশেষ করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সকল কর্মসূচীসমূহ অগ্রাধিকার পেতে পারে তা হলো:

ক. যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস [বাঁধ, শেল্টার/কিল্লা মেরামত]

ভেদুরিয়া ইউনিয়নের যে সকল সম্ভবনা রয়েছে তার বাস্তবায়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ইউনিয়নটিতে কোনো ধরণের বেড়িবাঁধ এবং স্লুইচ গেইট নেই। যার ফলে সহজেই বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, অতিজোয়ারের সময় লবণাক্ত পানি ইউনিয়নটিকে প্লাবিত করে। আর গবাদী পশু রক্ষায় একটি মাত্র কিল্লা রয়েছে, যা প্রায় ৪৫-৫০ বছর পূর্বে নির্মিত, বর্তমানে সংস্কারের অভাবে ব্যবহারের অনুপযোগি। তাই ইউনিয়নটিকে নদীভাঙ্গন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও অতিজোয়ারের পানিতে প্লাবন হতে রক্ষায় সর্বপ্রথম যে প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া উচিত তা হলো স্থায়ী বেড়িবাঁধ, স্লুইচ গেইট ও শেল্টার/কিল্লা নির্মাণ। যা ইউনিয়ন পরিষদকে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে তদবির করে এই সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করতে হবে। এগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও জোয়ারের প্লাবনরোধের সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ সড়ক যোগাযোগের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও অনেকাংশে কমে আসবে বলে আশা করে যায়।

খ. যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস [রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট এবং ড্রেন নির্মাণ ও মেরামত]

বাঁধ, স্লুইচ গেইট ও কিল্লা নির্মাণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেকোনো ইউনিয়নের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম উপাদান। কারণ, যে ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থা যত ভালো সেখানে বিনিয়োগের সম্ভাবনাও তত বেশি। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং উৎপন্ন মালামাল যেকোনো স্থানে সহজে নিয়ে যাওয়া যায়। তাই উৎপাদনকারী এবং এর সাথে জড়িত অন্যরা লাভবান হয়। এছাড়া টেকসই রাস্তাঘাট থাকলে দুর্যোগের ঝুঁকিও অনেকাংশে হ্রাস পায়। ভেদুরিয়া ইউনিয়নের প্রায় ৫৫ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা রয়েছে যার প্রায় ৭০ শতাংশ রাস্তা প্রতিবছর বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, অতিজোয়ারে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই ইউনিয়নটির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টেকসই অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্পসমূহ ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়ন করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদবর্গ উপজেলা পর্যায়ের

বিভিন্ন দপ্তর এর সহায়তায় টেকসই যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ নিতে পারে।

গ. কৃষি ও সেচ

যেকোনো ইউনিয়ন, উপজেলা বা জেলার অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি সেখানকার কৃষি। কারণ আমাদের দেশের কৃষি নির্ভর অর্থনীতি। আর জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় যে সকল সেক্টর বা খাতের উপর এর সরাসরি বিরুপ প্রভাব পড়েছে তারমধ্যে অন্যতম একটি হলো কৃষিখাত। তাই ইউনিয়ন পরিষদকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পানি নিষ্কাশনের জন্য কৃষি জমিতে ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ করা, জলবায়ু সহিষ্ণু বীজ প্রদান, ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং কৃষকদের জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে চাষাবাদ বিষয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে।

ঘ. সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য

যেকোন সমাজ ব্যবস্থার উন্নতির অন্যতম নিয়ামক শক্তি হচ্ছে সেখানকার জনগনের সুস্থতা। সুস্থ-সবল জনশক্তি যেকোনো বিপদ মোকাবেলা করতে সক্ষম। আর জনগনের সুস্থতা নির্ভর করে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন ও সুপেয় পানি ব্যবস্থার উপর। তাই ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদকেও তাদের অগ্রাধিকার পরিকল্পনায় সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যখাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। বিশেষ করে ২-৩ ফুট উচু প্লাটফর্ম যুক্ত গভীর নলকূপ যা অন্তত ৯০০-১০০০ ফুট গভীর হবে। ইউনিয়নটিতে শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতে প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। বাজারের পরিবেশ রক্ষায় বাজারগুলোতে পাবলিক টয়লেট স্থাপনকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্য খাতে সেবার মান উন্নয়নের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর সংস্কার, নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঙ. মানব সম্পদ উন্নয়ন [সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি]

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ইউনিয়ন অনেক পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি সাময়িক ভাবে কর্মহীন হয়ে পড়ে। তাই সে সকল পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বিশেষ করে নারীরা ও যুবকরা যাতে বিকল্প আয়ের মাধ্যমে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে তার জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণকে অগ্রাধিকার পরিকল্পনায় রাখা উচিত। এক্ষেত্রে কুটি ও হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ, নকশি কাঁথা সেলাই, বুটি, বাটিক, মোবাইল সার্ভিসিং, কম্পিউটার ইত্যাদি প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

চ. মৎস্য ও পশু সম্পদ [পুকুর খনন/সংস্কার, সমন্বিত মৎস্য/হাঁস-মুরগীর খামার, গবাদি পশুর টিকা কার্যক্রম, ইত্যাদি]

ভেদুরিয়া ইউনিয়নের অর্থনীতিক উন্নয়নের সাথে কৃষিখাতের সাথে মৎস্য ও পশুসম্পদ অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এখানকার পেশাজীবিদের একটি বড় অংশ নানা ভাবে মৎস্য চাষ-শিকার, আহরণ, প্রক্রিয়াজাত, বাজারজাতসহ অন্যান কাজের সাথে জড়িত। এছাড়া প্রতিটি পরিবারে কম বেশি হাঁস-মুরগী, গবাদিপশু পালন করে। তাই ইউনিয়ন পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে পুকুর খনন বা সংস্কার, গবাদীপশু ও হাঁস-মুরগীর টিকা কার্যক্রমকে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

৮. এক নজরে ইউনিয়ন পরিষদের সেক্টর ভিত্তিক অভিযোজন পরিকল্পনা ও আর্থিক প্রক্ষেপণ

জলবায়ু পরিবর্তনের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকর প্রভাব থেকে অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জলবায়ুর বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ করে সেক্টর-ভিত্তিক পাঁচ বছর মেয়াদী জলবায়ু অভিযোজন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও আর্থিক প্রক্ষেপন তৈরি করেছে। সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন খাতভিত্তিক চাহিদা অনুসরণ করে বাৎসরিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে যেমন- বেড়িবাঁধ নির্মাণ, পাকা ও কাঁচা রাস্তা নির্মাণ, সাইক্লোন শেল্টার, স্লুইচ গেইট ও মাটির কেল্লা নির্মাণ ইত্যাদি, পাশাপাশি কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, মৎস্য ও পশু সম্পদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মানব সম্পদ উন্নয়নকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে যাতে স্থানীয় জনগণ ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজনের পাশাপাশি উক্ত পরিকল্পনায় প্রশমন কর্মসূচীকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যেমন-উপকূলীয় সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে এমন প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ, ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের জলবায় সহিষ্ণু বীজ প্রদান, ইত্যাদি।

চিত্র ৮: বছরের উল্লেখযোগ্য জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা সমূহ

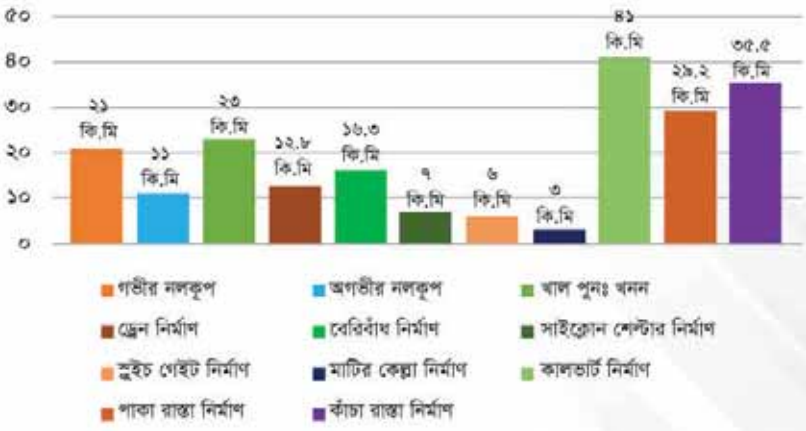

নিম্নের ছকে এক নজরে ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের পাঁচ বছর ভিত্তিক জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনার আর্থিক প্রক্ষেপণ দেয়া হল

ক্রম	সেক্টরের নাম	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ					সেক্টর-ভিত্তিক ৫ বছরের মোট বরাদ্দ
		২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	
ক.	কৃষি ও সেচ	১,৫০,০০০	২,০০,০০০	২,৩০,০০০	২,৫০,০০০	৩,০০,০০০	১১,৩০,০০০
খ.	স্বাস্থ্য [সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য]	১০,০০,০০০	১১,০০,০০০	১৩,০০,০০০	১৪,৫০,০০০	১৬,০০,০০০	৬৪,৫০,০০০
গ.	যোগাযোগ/ ভৌত অবকাঠামে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস [রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট ও ড্রেন]	১০,০০,০০০	১২,০০,০০০	১৫,০০,০০০	১৬,০০,০০০	১৬,৫০,০০০	৬৯,৫০,০০০
ঘ.	মৎস ও পশুসম্পদ (পুকর খনন/সংস্কার, সমন্বিত মৎস/হাঁস-মুরগী খামার, গবাদি-পশুর টিকা কার্যক্রম ইত্যাদি)	১,৩০,০০০	১,৫০,০০০	২,০০,০০০	২,৫০,০০০	৩,০০,০০০	১০,৩০,০০০
ঙ.	যোগাযোগ/ ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস [বাঁধ, শেল্টার/কিল্লা মেরামত]	------	-------	-------	-------	৫,০০,০০০ (মেরামত/সংস্কার বাবদ)	৫,০০,০০০
চ.	মানব সম্পদ উন্নয়ন [সামাজিক নিরাপত্তায় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি]	১,০০,০০০	১,৫০,০০০	১,৮০,০০০	২,২০,০০০	২,৫০,০০০	৯,০০,০০০
বছর ভিত্তিক মোট বরাদ্দ		২৩,৮০,০০০	২৮,০০,০০০	৩৪,১০,০০০	৩৭,৭০,০০০	৪৬,০০,০০০	১,৬৯,৬০,০০০

৮.১ সেক্টর ও ওয়ার্ড ভিত্তিক বিস্তারিত পঞ্চবার্ষিক অভিযোজন পরিকল্পনা ও আর্থিক প্রক্ষেপণ

ক. সেক্টর/খাত: কৃষি ও সেচ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং-১							
১.	কালভার্ট নির্মাণ	২ টি	-	-	১,০০,০০০	১,০০,০০০	-
২.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের জলবায়ু সহিষ্ণু বিভিন্ন ধানের বীজ বিতরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান	২০০ জন	-	-	-	১,০০,০০০	১,০০,০০০
৩.	অগভীর নলকুপ স্থাপন	-	-	-	-	-	-
৪.	পাইলিং (চর রমেশ খালের পাড়)	১ কি. মি.	৫,০০,০০০	-	-	-	-
৫.	খাল খনন (মাথাটাইল হতে উত্তর দিকের খাল)	১ কি. মি.	-	১০,০০,০০০	-	-	-
৬.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	সকল কৃষক	-	-	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
৭.	কৃষকদের ভার্মি কম্পোসট (কেচো সার) ও জৈবসার তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	-	-	-	-	-	-
৮.	ড্রেন নির্মাণ [কলেজ গেইটের রাস্তার পশ্চিম দিকে (৩০০ মিটার) ও উত্তর মাথা হতে খাল পর্যন্ত (৪০০ মিটার) এবং দক্ষিণ বিশ্বরোড হতে পশ্চিম দিকে (৪০০ মিটার)]	১১০০ ফুট	-	-	-	৬,০০,০০০	২,০০,০০০
৯.	জলবায় অভিযোজন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ [সমন্বিত পদ্ধতি, বস্তা, ছাগলের মাচা, বেড পদ্ধতি]	সকল কৃষক	-	-	১,০০,০০০	-	১,০০,০০০
১০.	ক্ষতিগ্রস্থ অতিদরিদ্র কৃষকদের মাঝে আর্থিক প্রণোদনা/সহায়তা প্রদান	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকগণ	-	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০
১১.	সামাজিক বনায়ন	২৫০ টি গাছ	-	-	২৫,০০০	-	-
ওয়ার্ড নং-২							
১.	স্লুইজ গেইট নির্মাণ	১ টি	-	-	-	১,৫০,০০,০০০	-
২.	অগভীর নলকুপ স্থাপন	৯ টি	-	-	৯০,০০০	১,৮০,০০০	-
৩.	ড্রেন নির্মাণ	১১০০ মিটার	-	৬,০০,০০০	২,০০,০০০	-	-
৪.	কালভার্ট নির্মাণ	৪ টি	-	২,০০,০০০	২,০০,০০০	-	-
৫.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের জলবায়ু (লবণাক্ততা, বন্যা খরা ও জলাবদ্ধতা) সহিষ্ণু বিভিন্ন ধানের বীজ বিতরণ	২০০ জন	-	-	-	১,০০,০০০	১,০০,০০০
৬.	জলবায় অভিযোজন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ [সমন্বিত পদ্ধতি, বস্তা, ছাগলের মাচা, বেড পদ্ধতি] ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	সকল কৃষক	-	-	১,৬৬,৬৬৬	১,৬৬,৬৬৭	১,৬৬,৬৬৮
৭.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকগণ	-	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০
৮.	সামাজিক বনায়ন	৫০০ টি গাছ	-	৫,০০০	৫,০০০	৫,০০০	৫,০০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং- ৩							
১.	স্লুইজ গেইট নির্মাণ	১ টি	-	-	-	১,৫০,০০,০০০	১,৫০,০০,০০০
২.	ড্রেন নির্মাণ	৭০০ মিটার	-	২,০০,০০০	-	-	-
৩.	কালভার্ট নির্মাণ	৩ টি	১,০০,০০০	-	২,০০,০০০	-	-
৪.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের জলবায়ু (লবণাক্ততা, বন্যা খরা ও জলাবদ্ধতা) সহিষ্ণু বিভিন্ন ধানের বীজ বিতরণ	২০০ জন	-	-	-	১,০০,০০০	১,০০,০০০
৫.	জলবায় অভিযোজন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ [সমন্বিত পদ্ধতি, বস্তা, ছাগলের মাচা, বেড পদ্ধতি] ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	সকল কৃষক	-	-	১,৬৬,৬৬৬	১,৬৬,৬৬৭	১,৬৬,৬৬৮
৬.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকগণ	-	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০
৭.	সামাজিক বনায়ন	৩০০ টি গাছ	-		১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৪							
১.	খাল পুনঃ খনন	১ টি স্থানে (১ কি:মি:)	-	২০,০০,০০০	-	-	-
২.	কালভার্ট নির্মাণ	৪ টি	-	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
৩.	ড্রেন নির্মাণ	১ কি:মি:	-	-	৪,০০,০০০	-	-
৪.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের জলবায়ু (লবণাক্ততা, বন্যা খরা ও জলাবদ্ধতা) সহিষ্ণু বিভিন্ন ধানের বীজ বিতরণ	২০০ জন	-	-	৬৬,৬৬৬	৬৬,৬৬৭	৬৬,৬৬৮
৫.	জলবায় অভিযোজন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ [সমন্বিত পদ্ধতি, বস্তা, ছাগলের মাচা, বেড পদ্ধতি] ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	সকল কৃষক	-	-	১,৬৬,৬৬৬	১,৬৬,৬৬৭	১,৬৬,৬৬৮
৬.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকগণ	-	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০
৭.	সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী	৩০০ টি গাছ	-	-	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং- ৫							
১.	স্লুইজ গেইট নির্মাণ	১ টি	-	-	-	৩,০০,০০,০০০	-
২.	খাল পুনঃ খনন	৯ টি স্থানে	-	২০,০০,০০০	-	-	-
৩.	কালভার্ট নির্মাণ	২ টি	-	১,০০,০০০	-	১,০০,০০০	-
৪.	ড্রেন নির্মাণ	১ কি:মি:	-	-	-	-	৫,০০,০০০
৫.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের জলবায়ু (লবণাক্ততা, বন্যা খরা ও জলাবদ্ধতা) সহিষ্ণু বিভিন্ন ধানের বীজ বিতরণ	২০০ জন	-	-	৬৬,৬৬৬	৬৬,৬৬৭	৬৬,৬৬৮
৬.	জলবায় অভিযোজন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ [সমন্বিত পদ্ধতি, বস্তা, ছাগলের মাচা, বেড পদ্ধতি] ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	সকল কৃষক	-	-	১,৬৬,৬৬৬	১,৬৬,৬৬৭	১,৬৬,৬৬৮
৭.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকগণ	-	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০
৮.	সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী	৩০০ টি গাছ	-	-	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৬							
১.	খাল পুনঃ খনন	৩ টি স্থানে (৩ কি:মি:)	-	-	৩০,০০,০০০	-	-
২.	কালভার্ট নির্মাণ	৪ টি	-	৩,০০,০০০	৬,০০,০০০	৩,০০,০০০	-
৩.	ড্রেন নির্মাণ	১ কি:মি:	-	-	১০,০০,০০০	-	-
৪.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের জলবায়ু (লবণাক্ততা, বন্যা খরা ও জলাবদ্ধতা) সহিষ্ণু বিভিন্ন ধানের বীজ বিতরণ	২০০ জন	-	-	৬৬,৬৬৬	৬৬,৬৬৭	৬৬,৬৬৮
৫.	জলবায় অভিযোজন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ [সমন্বিত পদ্ধতি, বস্তা, ছাগলের মাচা, বেড পদ্ধতি] ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	সকল কৃষক	-	-	১,৬৬,৬৬৬	১,৬৬,৬৬৭	১,৬৬,৬৬৮
৬.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকগণ	-	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০
৭.	সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী	৩০০ টি গাছ	-	-	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৭							
১.	মুনসির দোকান থেকে জেবলের বাড়ি পর্যন্ত চটকিমারা খাল পুনঃখনন ও গাজী বাড়ি হতে দক্ষিন দিকে খাল পুনঃখনন	৩কি.মি.	---	---	---	২০,০০,০০০	৩০,০০,০০০
২.	মুনাদি পাটওয়ারি বাড়ি হতে পশ্চিমে চরের মাথা পর্যন্ত এবং বাধের ঘের থেকে তেতুলিয়া নদী পর্যন্ত ব্যাংকেরহাট খাল পুনঃখনন	১.৫ কি.মি	---	৮,০০,০০০	২০,০০,০০০	-----	-----
৩.	চরচটকিমারা আতাউর রহমান কাজি বাড়ি থেকে নতুন বাড়ি পর্যন্ত এবং নদীর পার থেকে লাল স্কুল পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ	১.৮ কি.মি	----	-----	৪,০০,০০০	১০,০০,০০০	----
৪.	বস্তা ও মাচা পদ্ধতিতে চাষাবাদ উৎসাহিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রতিবছর ৫ব্যাচ (ইউনিয়ন পর্যায়ে)	----	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০
৫.	কৃষকদের জলবায়ু সহিষ্ণু চাষাবাদ পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	প্রতিবছর ৫ব্যাচ (ইউনিয়ন পর্যায়ে)	-----	৭৫,০০০	৭৫,০০০	৭৫,০০০	৭৫,০০০
৬.	ক্ষতিগ্রস্থ চাষীদের আর্থিক প্রনদনা/ সহায়তা প্রদান	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০
৭.	নদীতীরে ও চরচটকিমারা রাস্তা পাশে ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপন	২০০টি গাছ	---	৫,০০০	৫,০০০	৫,০০০	৫,০০০
৮.	কাঁচারাস্তার দু'পাশে ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপন	১০০টি গাছ	---	২৫০০	২৫০০	২৫০০	২৫০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং- ৮							
১.	তেতুলিয়া নদী থেকে জয়নাল আবেদিনের বাড়ী পর্যন্ত খাল পূনঃখনন করা	১.৫ কি.মি	---	-----	৩০,০০,০০০	---	---
২.	পূর্ব দক্ষিন পাশের বিলে অগভীর নলকূপ স্থাপন প্রয়োজন	২টি	---	---	---	৩০,০০০	৩০,০০০
৩.	লবণাক্ত, খরা, জলাবদ্ধ, বন্যা সহিষ্ণু জাতের বীজ সরবরাহ করা	প্রতিবছর ২বার	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
৪.	বস্তা ও মাচা পদ্ধতিতে চাষাবাদ উৎসাহিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রতিবছর ২বার	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
৫.	কৃষকদের জলবায়ু সহিষ্ণু চাষাবাদ পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।	প্রতিবছর ২ব্যাচ	৬০,০০০	৬০,০০০	৬০,০০০	৬০,০০০	৬০,০০০
৬	ক্ষতিগ্রস্থ চাষীদের আর্থিক প্রনদনা/ সহায়তা প্রদান	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০
৭.	নদীতীরে ও বেড়িবাঁধ নির্মিত হলে বাঁধের পাড়ে ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপন	২০০ গাছ	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
৮.	রাস্তার দু'পাশে ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপন	১০০ গাছ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৯							
১.	জাহাঙ্গিরের বাড়ি হতে সাহিদার বাড়ি পর্যন্ত খাল পূনঃখনন	৪ কি.মি.	---	---	২০,০০,০০০	২০,০০,০০০	---
২.	হাজিরহাট জম্মু মসজিদ হতে নুরুলের দোকান পর্যন্ত এবং ব্রীজের গোড়া থেকে আনোয়ারের দোকান পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ	১.১ কি.মি	---	---	৫,০০,০০০	৪,০০,০০০	---
৩.	লবণাক্ত, খরা, জলাবদ্ধ, বন্যা সহিষ্ণু জাতের বীজ সরবরাহ করা	২০০ কৃষক	---	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০
৪.	বস্তা ও মাচা পদ্ধতিতে চাষাবাদ উৎসাহিত করা ও প্রশিক্ষণ	সকল কৃষক	---	---	৫০,০০০	৫০,০০০	৭৫,০০০
৫.	কৃষকদের জলবায়ু সহিষ্ণু চাষাবাদ পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	সকল কৃষক	---	৭৫,০০০	৭৫,০০০	৭৫,০০০	৭৫,০০০
৬.	ক্ষতিগ্রস্থ চাষীদের আর্থিক প্রনদনা/ সহায়তা প্রদান	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০
৭.	নদীতীর, রাস্তার দু'পাশে ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপন	৩০০ গাছ	৬,০০০	৬,০০০	৬,০০০	৬,০০০	৬,০০০

খ. সেক্টর/খাত: স্বাস্থ্য [সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য]

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং-১							
১.	স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট এর উপকরণ বিতরণ (রিং ও স্ল্যাব বিতরণ)	১০০ সেট	-	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
২.	গভীর নলকূপ স্থাপন এবং নলকূপ স্থাপনের জায়গা অন্ততপক্ষে ২ ফুট উঁচু করে নির্মাণ	১০ টি	১,০০,০০০	১,০০,০০০	৩,০০,০০০	৩,০০,০০০	২,০০,০০০
৩.	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৪ টি	-	২,০০,০০০	৩,০০,০০০	১,০০,০০০	২,০০,০০০
৪.	পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা	২ বার (প্রতি বছরে)	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
ওয়ার্ড নং-২							
১.	স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট এর উপকরণ বিতরণ (রিং ও স্ল্যাব বিতরণ)	২০০ সেট	-	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০
২.	গভীর নলকূপ স্থাপন এবং নলকূপ স্থাপনের জায়গা অন্ততপক্ষে ২ ফুট উঁচু করে নির্মাণ	৮ টি	৮০,০০০	২,৪০,০০০	৮০,০০০	১,৬০,০০০	১,৬০,০০০
৩.	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	২ টি	-	১,০০,০০০	-	১,০০,০০০	-
৪.	পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা	২ বার (প্রতি বছরে)	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
৫.	কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন	১ টি	-	-	-	৩০,০০,০০০	-
ওয়ার্ড নং- ৩							
১.	স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট এর উপকরণ বিতরণ (রিং ও স্ল্যাব বিতরণ)	৩০০ সেট	-	৭৫,০০০	৭৫,০০০	৭৫,০০০	৭৫,০০০
২.	গভীর নলকূপ স্থাপন এবং নলকূপ স্থাপনের জায়গা অন্ততপক্ষে ২ ফুট উঁচু করে নির্মাণ	৫ টি	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	২,০০,০০০	-
৩.	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৬ টি	-	৫,০০,০০০	৫,৬৬,৬৬৬	৬৬,৬৬৭	৬৬,৬৬৭
৪.	পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা	২ বার (প্রতি বছরে)	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
৫.	কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন	২ টি	-	-	৩০,০০,০০০	-	৩০,০০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৪							
১.	স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট এর উপকরণ বিতরণ (রিং ও স্ল্যাব বিতরণ)	১০০ সেট	-	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
২.	গভীর নলকূপ স্থাপন এবং নলকূপ স্থাপনের জায়গা অন্ততপক্ষে ২ ফুট উঁচু করে নির্মাণ	৮ টি	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	২,০০,০০০	৩,০০,০০০
৩.	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	২ টি	-	২,০০,০০০	২,০০,০০০	-	-
৪.	পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা	২ বার (প্রতি বছরে)	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
৫.	উত্তর ভেদুরিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট	১ টি	-	-	২,০০,০০০		

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং- ৫							
১.	স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট এর উপকরণ বিতরণ (রিং ও স্ল্যাব বিতরণ)	৫০ সেট	-	-	৫০,০০০	-	-
২.	গভীর নলকূপ স্থাপন এবং নলকূপ স্থাপনের জায়গা অন্ততপক্ষে ২ ফুট উঁচু করে নির্মাণ	৬ টি	১,০০,০০০	১,০০,০০০	২,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
৩.	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১ টি	-	-	২,০০,০০০	-	-
৪.	পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা	বছরে ২ বার	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
৫.	কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ	১ টি	-	-	-	-	৩০,০০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৬							
১.	স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট এর উপকরণ বিতরণ (রিং ও স্ল্যাব বিতরণ)	২০০ সেট	-	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০
২.	গভীর নলকূপ স্থাপন এবং নলকূপ স্থাপনের জায়গা অন্ততপক্ষে ২ ফুট উঁচু করে নির্মাণ	৫ টি	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	২,০০,০০০	-
৩.	জলধারার খনন	১ টি	-	-	-	১০,০০,০০০	-
৪.	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১ টি	-	-	২,০০,০০০	-	-
৫.	পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা	বছরে ২ বার	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
৬.	কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ	১ টি	-	-	-	-	৩০,০০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৭							
১.	স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট এর উপকরণ বিতরণ (রিং ও স্ল্যাব বিতরণ)	১০০ সেট	-	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
২.	নলকূপ স্থাপন	৬টি	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	২,০০,০০০	১,০০,০০০
৩.	চরচটকিমারা বাজারে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১টি	-	-	২,০০,০০০	-	-
৪.	পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা	বছরে ২ বার	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
৫.	চরচটকিমারা কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ	১টি	-	-	-	-	৩,০০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৮							
১.	স্বাস্থ্য সম্মত সম্মত টয়লেট এর উপকরণ বিতরণ (রিং ও স্লাব বিতরণ)	২০০ সেট	-	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০
২.	নলকূপ স্থাপন	৯টি	-	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	৩,০০,০০০
৩.	মজিবল হক হাওলাদার বাড়ির দরজায় কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ	১টি	-	-	-	-	৩০,০০,০০০
৪.	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	২টি	-	-	২,০০,০০০	২,০০,০০০	-
৫.	পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা	বছরে ২ বার	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৯							
১.	স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট এর উপকরণ বিতরণ (রিং ও স্লাব বিতরণ)	১০০ জন	-	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
২.	নলকূপ স্থাপন	৬টি	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	২,০০,০০০	১,০০,০০০
৩.	পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা	বছরে ২ বার	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০

গ. সেক্টর/ খাত: যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস [রাস্তা, কালভার্ট মেরামত/নির্মাণ]

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং-১							
১.	কালভার্ট নির্মাণ	৮টি		২,০০,০০০	২,০০,০০০		
২.	পাকা রাস্তা নির্মাণ	৬.৫ কি:মি:	-	-	৪০,০০,০০০	৫০,০০,০০০	৪০,০০,০০০
৩.	কাঁচা রাস্তা নির্মাণ	৫ কি:মি:	২,০০,০০০	২,০০,০০০	-	৪,০০,০০০	২,০০,০০০
৪.	ড্রেন নির্মাণ	২.৫ কি:মি:	-	-	২০,০০,০০০	-	৫,০০,০০০
ওয়ার্ড নং- ২							
১.	পাকা রাস্তা নির্মাণ	৩ কি:মি:	-	২৫,০০,০০০	-	-	৫০,০০,০০০
২.	পাকা রাস্তা মেরামত	১ কি:মি:	-	২০,০০,০০০			
৩.	কাঁচা রাস্তা নির্মাণ	৭ কি:মি:	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০
৪.	কাঁচা রাস্তা মেরামত	৩ কি:মি:	-	-	৪,০০,০০০	২,০০,০০০	-
ওয়ার্ড নং- ৩							
১.	পাকা রাস্তা নির্মাণ	৩.৫ কি:মি:	৫,০০,০০০	-	২০,০০,০০০	-	-
২.	কাঁচা রাস্তা নির্মাণ	৯.৫ কি:মি:	-	৪,০০,০০০	৩,৫০,০০০	৩,৫০,০০০	৮,০০,০০০
৩.	ড্রেন নির্মাণ	১ কি:মি:	-	-	১০,০০,০০০	-	-
৪.	ছোট ব্রীজ নির্মাণ	৪ টি	-	-	-	৫০,০০,০০০	১,৫০,০০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৪							
১.	পাকা রাস্তা নির্মাণ	৪ কি:মি:	-	-	২০,০০,০০০	৪০,০০,০০০	২০,০০,০০০
২.	কাঁচা রাস্তা মেরামত	৭ কি:মি:	২,০০,০০০	৪,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	৫,০০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৫							
১.	সোলার স্ট্যান্ড লাইট স্থাপন	২ টি	-	৮০,০০০	৮০,০০০	-	-
২.	কাঁচা রাস্তা নির্মাণ	২ কি:মি:	-	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	-	-
৩.	পাকা রাস্তা নির্মাণ	২ কি:মি:	-	-	-	৪০,০০,০০০	-
ওয়ার্ড নং- ৬							
১.	ড্রেন নির্মাণ	৫০০ মিটার	-	-	৩,০০,০০০	-	-
২.	কাঁচা রাস্তা নির্মাণ	৫ কি:মি:	-	-	১০,০০,০০০	৪,০০,০০০	-
৩.	পাকা রাস্তা নির্মাণ	২.৫ কি:মি:	-	-	২০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	-
৪.	ব্রীজ নির্মাণ (ব্যাংকেরহাট থেকে চর চটকিমারা পর্যন্ত)	১ টি	-	-	-	-	৭০,০০,০০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৭							
১.	কালভার্ট নির্মাণ	৩ টি	-	-	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
২.	কাঁচা রাস্তা পূণঃ নির্মাণ	৪ কি: মি:	-	৪,০০,০০০	-	২,০০,০০০	২,০০,০০০
৩.	পাকা রাস্তা পূণঃ নির্মাণ	১ কি.মি.	-	-	-	৪০,০০,০০০	-
ওয়ার্ড নং- ৮							
১.	কালভার্ট নির্মাণ	২টি	-	১,০০,০০০	-	১,০০,০০০	-
২.	কাঁচা রাস্তা মেরামত	৩.৫ কি.মি	-	৩,০০,০০০	৫,০০,০০০	-	-
৩.	হেরিংবন্ড রাস্তা	৫.৫ কি.মি.	-	-	১০,০০,০০০	৮,০০,০০০	১০,০০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৯							
১.	কালভার্ট নির্মাণ	২ টি	-	১,০০,০০০	১,০০,০০০	-	-
২.	কাঁচারাস্তা মেরামত	৬ কি.মি.	-	৩,০০,০০০	৩,০০,০০০	১০,০০,০০০	-
৩.	পাকা রাস্তা নির্মাণ	৭.৭৫০কি.মি.	৭০,০০,০০০	১৫,০০,০০০	-	৪০,০০,০০০	-

ঘ. মৎস ও পশুসম্পদ (পুকর খনন/সংস্কার, সমন্বিত মৎস্য/হাঁস-মুরগী খামার, গবাদি-পশুর টিকা কার্যক্রম ইত্যাদি)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং-১							
১.	সরকারি দীঘি, পুকুর এবং ঘাটলা নির্মাণ, সংস্কার এবং পুনঃ খননকরণ	৫ টি	-	২,০০,০০০	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০	-
২.	বছরব্যাপী গবাদি পশুর টিকা কার্যক্রম পরিচালনা	বছরে ৪ বার	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
ওয়ার্ড নং-২							
১	বছরব্যাপী গবাদি পশুর টিকা কার্যক্রম পরিচালনা	বছরে ৪ বার	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
২	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যে গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগী পালনের প্রশিক্ষণ	বছরে ১ বার	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৩							
১.	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যে গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগী পালনের প্রশিক্ষণ	৫ টি	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
২.	বছরব্যাপী গবাদি পশুর টিকা কার্যক্রম পরিচালনা	বছরে ৪ বার	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৪							
১.	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যে গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগী পালনের প্রশিক্ষণ	বছরে ১ বার	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
২.	বছরব্যাপী গবাদি পশুর টিকা কার্যক্রম পরিচালনা	বছরে ৪ বার	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
ওয়ার্ড নং- ৫							
১.	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যে গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগী পালনের প্রশিক্ষণ	বছরে ১ বার	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
২.	বছরব্যাপী গবাদি পশুর টিকা কার্যক্রম পরিচালনা	বছরে ৪ বার	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৬							
১.	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যে গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগী পালনের প্রশিক্ষণ	বছরে ১ বার	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
২.	বছরব্যাপী গবাদি পশুর টিকা কার্যক্রম পরিচালনা	বছরে ৪ বার	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৭							
১.	বছর ব্যাপি গবাদি-পশুর টিকা কার্যক্রম পরিচালনা	বছরে ৪ বার	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
২.	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগী পালনের প্রশিক্ষণ	বছরে ২ বার	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৩.	চরচটকিমারা গুচ্ছগ্রামের পুকুর পূণঃ খনন	১টি	-	-	-	১০,০০,০০০	-
ওয়ার্ড নং- ৮							
১.	বছর ব্যাপি গবাদি-পশুর টিকা কার্যক্রম পরিচালনা	বছরে ৪ বার	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
২.	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগী পালনের প্রশিক্ষণ	বছরে ৪ বার	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৯							
১.	জলবায়ু পরিবর্তণের সাথে খাপ খাইয়ে গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগী পালনের প্রশিক্ষণ	১ টি	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
২.	বছরব্যাপী গবাদি পশুর টিকা কার্যক্রম পরিচালনা	বছরে ৪ বার	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০

ঙ. সেক্টর/ খাত: যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস [বাঁধ, স্লুইচ গেইট, সাইক্লোন সেন্টার/কিল্লা নির্মাণ]

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং-১							
১.	গুচ্ছগ্রাম বা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ	২ টি	-	-	৬০,০০,০০০	-	-
২.	সাইক্লোন শেল্টার কাম বিদ্যালয় নির্মাণ	২ টি	-	১,০০,০০,০০০	২,০০,০০,০০০	৩,০০,০০,০০০	২,০০,০০,০০০
ওয়ার্ড নং-২							
১.	গুচ্ছগ্রাম বা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ (১০০ পরিবার)	২ টি	-	-	৫০,০০,০০০	৫০,০০,০০০	-
ওয়ার্ড নং- ৩							
১.	গুচ্ছগ্রাম বা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ (১০০ পরিবার)	১টি	-	-	৬০,০০,০০০	-	-
২.	সাইক্লোন শেল্টার কাম বিদ্যালয় নির্মাণ	১ টি	-	-	১৩,৩৩৩,৩৩৩	১৩,৩৩৩,৩৩৪	১৩,৩৩৩,৩৩৪
৩.	সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ	১ টি	-	১৩,৩৩৩,৩৩৩	১৩,৩৩৩,৩৩৪	১৩,৩৩৩,৩৩৪	-
ওয়ার্ড নং- ৪							
১.	গুচ্ছগ্রাম বা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ও বর্ধিতকরণ (৫০ পরিবার)	১টি	-	-	-	৩০,০০,০০০	-
২.	ব্লকসহ বেড়িবাঁধ নির্মাণ	৩ কি.মি.	-	-	২৫,০০,০০,০০০	২৫,০০,০০,০০০	২৫,০০,০০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৫							
১.	সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ	১ টি	-	-	-	২,০০,০০,০০০	২,০০,০০,০০০
২.	ব্লকসহ বেড়িবাঁধ নির্মাণ	৩ কি:মি:	-	-	২৫,০০,০০,০০০	২৫,০০,০০,০০০	২৫,০০,০০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৬							
১.	গুচ্ছগ্রাম বা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ও বর্ধিতকরণ (৫০ পরিবার)	১টি	-	-	-	৩০,০০,০০০	-
২.	সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ	১ টি	-	-	-	-	৪,০০,০০,০০০
৩.	ব্লকসহ বেড়িবাঁধ নির্মাণ	১ কি.মি.	-	-	১০,০০,০০,০০০	১০,০০,০০,০০০	৫,০০,০০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৭							
১.	দক্ষিণের চর চটকিমারা সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ	১টি	-	-	-	-	৪,০০,০০০,০০
২.	মোস্তফা গাজী বাড়ির সামনে খালের উপর স্লুইজ গেইট নির্মাণ	১টি	-	-	-	৩,০০,০০০,০০	-
৩.	চরচটকিমারা জেবলের বাড়ির সামনে খালের উপর স্লুইজ গেইট নির্মাণ	১টি	-	-	-	-	৩,০০,০০০,০০
৪.	চরচটকিমারা গুচ্ছগ্রামের সাথের কেল্লা সংস্কার	১টি	-	-	১০,০০,০০০	-	-
৫.	চরচটকিমারায় কেল্লা নির্মাণ	১টি	-	-	-	৫০,০০,০০০	-
৬.	দক্ষিন চরচটকিমারা গুচ্ছগ্রাম বা আশ্রয় নির্মাণ	১টি	-	-	-	৩০,০০,০০০	-
৭.	ব্লকসহ বাঁধ নির্মাণ	১ কি.মি.	-	-	-	২৫,০০,০০০,০০	-
ওয়ার্ড নং- ৮							
১.	তেতুলিয়া নদী হতে পূর্বের খালে মাথায় স্লুইচগেইট নির্মাণ	১টি	-	-	৩,০০,০০০,০০	-	-
২.	তেতুলিয়া নদীর পশ্চিম পাড়ের চরে কিল্লা নির্মাণ	১টি	-	-	-	৫০,০০,০০০	-
৩.	মাটির বাঁধ নির্মাণ	১.২৫কি.মি.	-	-	-	-	৬,০০,০০০,০০
ওয়ার্ড নং- ৯							
১.	মুনাফ মনিরাগো বাড়ি হতে টুনু চৌধুরী জমি পর্যন্ত বেড়িবাঁধ নির্মাণ	৪ কি: মি:	-	-	১০,০০,০০০,০০	৫,০০,০০০,০০	৫,০০,০০০,০০
২.	কালেঙ্গাচর মাটির কেল্লা নির্মাণ	১টি	-	-	৫০,০০,০০০	-	-

চ. মানব সম্পদ উন্নয়ন [সামাজিক নিরাপত্তায় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি]

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপন				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং-১							
১.	গবাদী পশু এবং হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
২.	সোশ্যাল সেইফটি নেট প্রোগ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী	-	-	-	-	-
৩.	নারী ও কিশোরীদের কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৪.	পার্লার, ফাস্টফুড তৈরির উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৫.	বেকার যুবকদের জন্য টিভি, কম্পিউটার ও মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
ওয়ার্ড নং-২							
১.	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	বছরে ২ ব্যাচ	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
২.	সোশ্যাল সেইফটি নেট প্রোগ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী	-	-	-	-	-
৩.	নারী ও কিশোরীদের কুটির শিল্পের (সেলাই, বুটিক, বাটিক, মোমবাতি, হস্তশিল্প, কুটির শিল্প) উপর প্রশিক্ষণ (২০ পরিবার)	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৪.	পার্লার, ফাস্টফুড তৈরির উপর প্রশিক্ষণ (২০ পরিবার)	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৫.	বেকার যুবকদের জন্য টিভি, কম্পিউটার ও মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর প্রশিক্ষণ (২০ পরিবার)	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৬.	গবাদী পশু এবং হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ (২০ পরিবার)	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
ওয়ার্ড নং-৩							
১.	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	বছরে ২ ব্যাচ	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
২.	সোশ্যাল সেইফটি নেট প্রোগ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী	-	-	-	-	-
৩.	নারী ও কিশোরীদের কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৪.	পার্লার, ফাস্টফুড তৈরির উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৫.	বেকার যুবকদের জন্য টিভি, কম্পিউটার ও মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৬.	গবাদী পশু এবং হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ (২০ পরিবার)	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
ওয়ার্ড নং-৪							
১.	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (সামাজিক নিরাপত্তার আওতায়)	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
২.	সোশ্যাল সেইফটি নেট প্রোগ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী	-	-	-	-	-
৩.	নারী ও কিশোরীদের কুটির শিল্পের (সেলাই, বুটিক, বাটিক, মোমবাতি, হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প) উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৪.	পার্লার, ফাস্টফুড তৈরির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৫.	বেকার যুবকদের জন্য টিভি, কম্পিউটার, আউটসোর্সিং ও মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৬.	গবাদী পশু এবং হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপন				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং-৫							
১.	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (সামাজিক নিরাপত্তার আওতায়)	বছরে ২ ব্যাচ	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
২.	সোশ্যাল সেইফটি নেট প্রোগ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী	-	-	-	-	-
৩.	নারী ও কিশোরীদের কুটির শিল্পের (সেলাই, বুটিক, বাটিক, মোমবাতি, হস্তশিল্প, কুটির শিল্প) উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৪.	পার্লার, ফাস্টফুড তৈরির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৫.	বেকার যুবকদের জন্য টিভি, কম্পিউটার, আউটসোর্সিং ও মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৬.	গবাদী পশু এবং হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
ওয়ার্ড নং-৬							
১.	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (সামাজিক নিরাপত্তার আওতায়)	বছরে ২ ব্যাচ	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
২.	সোশ্যাল সেইফটি নেট প্রোগ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী	-	-	-	-	-
৩.	নারী ও কিশোরীদের কুটির শিল্পের (সেলাই, বুটিক, বাটিক, মোমবাতি, হস্তশিল্প, কুটির শিল্প) উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৪.	পার্লার, ফাস্টফুড তৈরির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৫.	বেকার যুবকদের জন্য টিভি, কম্পিউটার, আউটসোর্সিং ও মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৬.	গবাদী পশু এবং হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
ওয়ার্ড নং-৭							
১.	গবাদী পশু এবং হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
২.	সোশ্যাল সেইফটি নেট প্রোগ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৩.	নারী ও কিশোরীদের কুটির ও হস্তশিল্পের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান [ইউনিয়ন ভিত্তিক]	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৪.	পার্লার, ফাস্টফুড তৈরির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান [ইউনিয়ন ভিত্তিক]	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৫.	বেকার যুবকদের জন্য টিভি, কম্পিউটার ও মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
ওয়ার্ড নং-৮							
১.	গবাদী পশু এবং হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
২.	সোশ্যাল সেইফটি নেট প্রোগ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৩.	নারী ও কিশোরীদের কুটির ও হস্তশিল্পের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান [ইউনিয়ন ভিত্তিক]	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৪.	পার্লার, ফাস্টফুড তৈরির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান [ইউনিয়ন ভিত্তিক]	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৫.	বেকার যুবকদের জন্য টিভি, কম্পিউটার ও মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
ওয়ার্ড নং-৯							
১.	গবাদী পশু এবং হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
২.	সোশ্যাল সেইফটি নেট প্রোগ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী	-	-	-	-	-
৩.	নারী ও কিশোরীদের কুটির ও হস্তশিল্পের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান [ইউনিয়ন ভিত্তিক]	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৪.	পার্লার, ফাস্টফুড তৈরির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান [ইউনিয়ন ভিত্তিক]	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৫.	বেকার যুবকদের জন্য টিভি, কম্পিউটার ও মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর প্রশিক্ষণ	বছরে ১ ব্যাচ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০

৯. চলতি বছরের বাজেট পরিকল্পনা

ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চলতি অর্থ বছরের [২০২১-২২] বাজেট পরিকল্পনায় সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনার পাশাপাশি জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনার জন্য পৃথক বরাদ্দ ঘোষণা করেছে। এই বছর মোট অনুমোদিত বাজেটের পরিমাণ তিন কোটি চৌদ্দ লক্ষ দশ হাজার পাঁচশত পয়তাল্লিশ টাকা। যেখানে জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষি ও সেচ, স্বাস্থ্য ও সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস [রাস্তা মেরামত], মৎস ও প্রাণীসম্পদ (পুকর খনন/সংস্কার, সমন্বিত মৎস্য/হাঁস-মুরগী খামার, গবাদি-পশুর টিকা কার্যক্রম ইত্যাদি) এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প: ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প বৃদ্ধিতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ, আয়-বর্ধক কর্মতৎপরতা (প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা) এই ৫টি খাতে মোট তেইশ লক্ষ আশি হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনার ১৮.৯%, এই ৫টি খাতে সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনার মোট বরাদ্দ এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

কৃষি ও সেচ খাতে জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পৃথকভাবে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনা বরাদ্দের প্রায় ৪২.৯%, সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। স্বাস্থ্য ও সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা খাতে দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা সাধারণ উন্নয়ন খাতের প্রায় ৪০%, সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে পঁচিশ লক্ষ টাকা। যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস [রাস্তা মেরামত] খাতে দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা সাধারণ উন্নয়ন খাতের প্রায় ১০.৫%, সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে পঁচানব্বই লক্ষ টাকা।

চিত্র ৯: চলতি বছরের বাজেট পরিকল্পনায় জলবায়ু অভিযোজন খাত ভিত্তিক বরাদ্দ (টাকায়)

প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকটতা দিন দিন বেড়েই চলেছে যা স্থানীয়দের জোর পূর্বক বাস্তুচ্যুতি হওয়ার দিকে অর্থাৎ একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ছবি-ভেদুরিয়া ইউনিয়ন।

পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প বৃদ্ধিতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ, আয়-বর্ধক কর্মতৎপরতা (প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা) খাতে জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনা বরাদ্দের দ্বিগুণ। এছাড়া মৎস ও পশুসম্পদ (পুকর খনন/সংস্কার, সমন্বিত মৎস্য/হাঁস-মুরগী খামার, গবাদি-পশুর টিকা কার্যক্রম ইত্যাদি) খাতে জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

ভেদুরিয়া ইউনিয়নের বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসেব খাতে জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়টিকে প্রথমবারের মতো অন্তর্ভুক্ত ও গুরত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে, চলতি অর্থ বছরে ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ তার রাজস্ব আয় হিসেবে এক লক্ষ আটাত্তর হাজার টাকা কার্বন ট্যাক্স [জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিপূরণ সারচার্জ] ধার্য করেছে, সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন বাজেট থেকে বরাদ্দ চার লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য দাতা সংস্থা বা বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক ৫ লক্ষ টাকা এবং পরিষদের রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে থেকে বরাদ্দ ১ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা উন্নয়ন প্রাপ্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ইউনিয়ন পরিষদের মতে অভিযোজন পরিকল্পনা সমূহ বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়নের প্রয়োজন, পরিষদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে অভিযোজন খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা যায়নি, জলবায়ু অর্থায়নের জন্য এখন থেকেই সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে যোগাযোগ করবে ইউনিয়ন পরিষদ,আশা করা যাচ্ছে আগামী অর্থ বছর থেকে এই খাতে পরিকল্পনা অনুযায়ী বরাদ্দ রাখা যাবে।

গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ সরকার

১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ

ডাকঘর: চর ভেদুরিয়া, উপজেলা: ভোলা সদর, জেলা: ভোলা
Website- http:// vheduriaup.bhola.gov.bd

উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক বাজেট বই

অর্থ বছর: ২০২১-২০২২

গ্রাম: চর রমেশ, ডাকঘর: চর ভেদুরিয়া
উপজেলা: ভোলা সদর, জেলা: ভোলা
বিভাগ: বরিশাল

(মোঃ নিয়াজ মোর্শেদ)
সচিব
১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা।

(মোঃ তাজুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

উপজেলাঃ ভোলা সদর, জেলাঃ ভোলা।

স্মারক নং:-ভেদু:ইউপিকা/ভো:স:/২০২১ তারিখ: ৩০/০৫/২০২১ইং

অনুমোদিত

(মোহাম্মদ মিজানুর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ভোলা সদর, ভোলা।

প্রেরক ঃ চেয়ারম্যান
১১ নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা।

প্রাপক ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ভোলা সদর, ভোলা।

বিষয় ঃ ১১ নং ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের কপি প্রেরণ প্রসংগে।

মহাত্মন,

যথা বিহিত সম্মান প্রদর্শক পূর্বক নিবেদন উল্লেখিত বিষয়ের আলোকে ১১ নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হইল।

সংযুক্তিঃ
১. বাজেট কপি
২. বাজেট সভার রেজুলেশন কপি।

(মোঃ তাজুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
১১ নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা।

মোঃ তাজুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা।

সদয় অবগতির জন্য প্রেরন করা হইলঃ
ক. জেলা প্রশাসক, ভোলা।
খ. উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ভোলা।
গ. উপজেলা চেয়ারম্যান, ভোলা সদর, ভোলা।
ঘ. ডিস্ট্রিক ফ্যাসিলিটেটর, এলজিএসপি-৩ প্রজেক্ট, ভোলা।

(মোঃ তাজুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
১১ নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা।

মোঃ তাজুল ইসলাম
চেয়ারম্যান

ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি নং ৫০৯১৮৮৭ উপজেলাঃ ভোলা সদর, জেলাঃ ভোলা

২০২১-২০২২ইং অর্থ বছর। বাজেট সার-সংক্ষেপ 'বাজেট ফরম'ক'

বাজেট সার-সংক্ষেপ [বিধি ৩(২) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	বিবরন	পুববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় (টাকা) (২০১৯-২০২০)	চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১)	পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (২০২১-২০২২)
অংশ-১	**রাজস্ব হিসাবে প্রাপ্তিঃ**			
	রাজস্ব	১৩৬৩০০০	১৫৪০০০০	১,৬০০,০০০
	অনুদান	৩৭৩৩৫৬০	৩৮১৫২১০	৪,০০২,০৭০
	মোট প্রাপ্তিঃ-	৫০৯৬৫৬০	৫৩৫৫২১০	৫,৬০২,০৭০
	বাদ-রাজস্ব ও সংস্থাপন ব্যয়	৪৮৯৭৭২৪	৪৯৫৬৭৪৮	৫,১৫০,৩৪৮
	রাজস্ব উর্দ্বত্ত(ক)	১৯৮৮৩৬	৩৯৮৪৬২	৪৫১৭২২
অংশ-২	**উন্নয়ন হিসাব**			
	উন্নয়ন অনুদান	২৬৪২৭৭৭০	২৬৫৩৮৮০০	২৮০৪৫৭৫০
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা	০	০	০
	মোট(খ)	২৬৪২৭৭৭০	২৬৫৩৮৮০০	২৮০৪৫৭০০
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ(ক+খ)	২৬৬২৬৯০৬	২৬৫৩৮৮০০	২৮৪৯৭৪৭২
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	২৬৫৭২০০০	২৬৯১০০০০	২৮৫১৩০০০
	সার্বিক বাজেট উর্দ্বত্ত/ঘাটতি	৫৪৬০৬	২৭২৬২	১৫৫২৮
	যোগ প্রারম্ভিক জের(১জুলাই)	৮৪৬৬৫	৯০৫১৫	৯২৬১৫
	সম্পত্তি জেরঃ	১৩৯২৭১	১১৭৭৭৭	১০৮১৪৩

(মোঃ নিয়াজ মোর্শেদ)
সচিব
১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা।

(মোঃ তাজুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা।

সম্ভাব্য বাজেট ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম'খ'

অংশ-১- রাজস্ব হিসাব [বিধি-৩(২) এবং আইনের চতুর্থ তপসিল দ্রষ্টব্য]

ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি নং৫০৯১৮৮৭) উপজেলাঃ ভোলা সদর, জেলাঃ ভোলা ২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরের আনুমানিক (আয়)ঃ

ক্রমিক নং	আয়ের খাতের নাম	পুববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) (২০১৯-২০২০)	চলতি অর্থ বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১)	পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (২০২১-২০২২)
	রাজস্ব			
	কর রেট	৬৫০০০০	৭০০০০০	৮০০০০০
	ইজারা	১৫০০০০	২০০০০০	২৩০০০০
	যানবাহন(মটরযান ব্যতীত)	১৮০০০	২০,০০০	২৫,০০০
	অন্যান্য	৭০০০০	১০০,০০০	১২৫,০০০
	কার্বন ট্যাক্স (জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতিপুরন সারচার্জ)	০	০	৩০,০০০
	লাইসেন্স ও পারমিট ফি	২০০০০০	২২০০০০	২৫০০০০
	জন্মনিবন্ধন ফি	২৭৫০০০	৩০০০০০	৩২০০০০
	মোট:	**১৩৬৩০০০**	**১৫৪০০০**	**১৭৮০০০০**
	সংস্থাপন অনুদান:			
	সরকারী	২৭১৫২১০	২৭১৫২১০	২৯০৮৭৭৫
	উপজেলা পরিষদ	১০১৮৩৫০	১১৪০০০০	১২০০০০০
	মোট:	**৩৭৩৩৫৬০**	**৩৮৫৫২১০**	**৪১০৮৭৭৫**
	সর্বমোট:	**৫০৯৬৫৬০**	**৫৩৯৫২১০**	**৫৮৮৮৭৭৫**

(মোঃ নিয়াজ মোর্শেদ)
সচিব
১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা।

(মোঃ তাজুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা।

সম্ভাব্য বাজেট

অংশ-১- রাজস্ব হিসাব

ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি নং ৫০৯১৮৮৭) উপজেলাঃ ভোলা সদর, জেলাঃ ভোলা ২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরের আনুমানিক (ব্যয়):

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাতের নাম	পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) (২০১৯-২০২০)	চলতি অর্থ বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২০-	পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (২০২১-২০২২)
	১। সাধারন সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক:			
	ক. সম্মানী /ভাতা	১৩৫৫৮০০০	১৩৫৫৮০০০	১৩৫৫৮০০০
	খ.কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন - ভাতাদি:	০	০	০
	(১) পরিষদ কর্মচারী	১৬১১২৭৪৮	১৬১১২৭৪৮	১৬১১২৭৪৮
	(২) সহায়ক ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত)	০	৪০০০০	৪৫০০০
	গ. অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যয়	০	০	০
	ঘ.আনুষ্ঠানিক ভর্তুকিসহ স্থানান্তর	০	০	০
	ঙ.যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী	০	০	০
	২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়	১৬৫০০০	২০০০০০	২২৫০০০
	৩। অন্যান্য ব্যয়:			
	ক. টেলিফোন বিল	০	০	০
	খ.বিদ্যুৎ বিল	৪৪০০০	৫০,০০০	৬০০০০
	গ.পৌর কর	০	০	০
	ঘ.গ্যাস বিল	০	০	০
	ঙ. পানি বিল	০	০	০
	চ. ভূমি উন্নয়ন কর	৫৫০০	৬,০০০	১২০০০০
	ছ.অভ্যন্তরিন নিরীক্ষা	৮২৫০০	১০০,০০০	১২০০০০
	জ. স্টেশনারী	৫৫০০০	৬০,০০০	৬৫০০০
	ঝ.আপ্যায়ন ব্যয়	৮৮০০০	১০০,০০০	১২০০০০
	ঞ.রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা প্রদানজনিত ব্যয়	১৪৫০০০	২০০,০০০	২,৫০০০০
	ট.বাজেট সভা/ অন্যান্য সভা	১১০০০০	১২০,০০০	১৩০০০০
	ঠ.আনুষঙ্গিক ব্যয়	১১০০০০	১১০,০০০	১১৫০০০
	৪। কর আদায় খরচ(বিভিন্ন রেজিষ্টার,ফরম,)	১২৫০০	২০,০০০	২৫০০০
	৫। বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ (জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন বাবদ কর্মসূচি ব্যয়)	১৬৫০০০	২০০,০০০	২০০০০০
	৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান:	০	০	০
	ক.ইউনিয়ন এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে/ক্লাবে চাঁদা	২৩২২৯৮	২৫০০০০	২৬০০০০
	৭। জাতীয় দিবস উদযাপন	৫৫০০০	৭০,০০০	৮০০০০
	৮। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি	১৮৭০০০	২০০,০০০	২২০০০০
	৯। জরুরী ত্রান	২৭৩৫৭৮	৩০০,০০০	৩০৫০০০
	মোট ব্যয়(রাজস্ব হিসাবে) =	৪৮৯৭৭২৪	৪৮৯৬৮৪৮	৫২৯০৭৪৮
	১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর	১৯৯৮৩৬	৩৯৮৪৬২	৫৯৮০২৭
	সর্বমোট (রাজস্ব হিসাবে) =	৫০৯৭৫৬০	৫২৯৫২১০	৫৮৮৮৭৭৫

(মোঃ নিয়াজ মোর্শেদ)
সচিব
১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা।

(মোঃ তাজুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা।

ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি নং ৫০৯১৮৮৭) উপজেলাঃ ভোলা সদর, জেলাঃ ভোলা
২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরের আনুমানিক (আয়)
অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব (প্রাপ্তি)

ক্রমিক নং	খাতের নাম	পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় (টাকা) (২০১০-২০২০)	চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১)	পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (২০২১-২০২২)
	১। অনুদান(উন্নয়ন):			
	ক. উপজেলা পরিষদ	০	০	০
	সরকারী অংশ:			
	ক.থোক বরাদ্দ	৬১৮৫০০০	৪০০০০০০	৫৬৭০০০০
	খ. কাবিখা,টি আর,হতদরিদ্র	৮৪০৫২২০	১১০০৫৫৫০	১১০০৬০৪৪
	২। ভূমি হস্তান্তর দলিলের ১% কর	৫০০০০০	৮০০,০০০	৯০০,০০০
	৩। ভিজিডি,ভিজিএফ,মস্য ইত্যাদি	৯৫৫৭৫৫০	১০৭৫৫৪৫০	১১০০৪৫০০
	৪। উন্নয়ন খিঃ প্রাপ্তি [জলবায়ু অর্থায়ন]			
	ক. ট্রাস্ট ফান্ড থেকে প্রাপ্তি	০	০	০
	খ. সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন থেকে বরাদ্দ	০	০	৪০০০০০
	গ. অন্যান্য প্রাপ্তি [দাতা/এনজিও এবং অন্যান্য]	০	০	৫০০০০০
	ঘ. পরিষদের রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে থোক বরাদ্দ	০	০	১৫০০০০
	ঙ. সরকারী অংশের থোক বরাদ্দ থেকে প্রাপ্তি	০	০	১৩৫০০০০
	৫। রাজস্ব উদ্বৃত্ত	১৯৯৮৩৬	৩৯৮,৪৬২	৪৫০,০০০
	মোট প্রাপ্তি(উন্নয়ন):	২৬৬২৬৮০৬	২৬৯৩৭২৬২	৩১,৪১০,৫৪৪

(মোঃ নিয়াজ মোর্শেদ)
সচিব
১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা।

(মোঃ তাজুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা।

ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি নং ৫০৯১৮৮৭) উপজেলাঃ ভোলা সদর, জেলাঃ ভোলা
২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরের আনুমানিক ব্যয়।
অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব ব্যয়

ক্রমিক নং	খাতের নাম	পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় (টাকা) (২০১৯-২০২০)	চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১)	পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (২০২১-২০২২)
	উন্নয়ন ব্যয় (সাধারণ)			
	১। কৃষি ও সেচ (১০%)	৩১৯০০০	৩৫০০০০	৩৫০০০০
	২। শিল্প ও কুটির শিল্প	৫০০০০	৫০০০০	৫০০০০
	৩। যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামো (১২-২০%	৯৮৯৫০০০	৯৫০০০০০	৯৫০০০০০
	৪। আর্থ- সামাজিক অবকাঠামো	৫৮৫০০০	৬০০০০০	৬০০০০০
	৫। ক্রিড়া ও সংস্কৃতি	১৪০০০০	২০০০০০	২২০০০০
	৬। বিবিধ(প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের ব্যয় উল্লেখ করতে হবে) যেমনঃ শিশুবিবাহ প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম, মাদকবিরোধি কার্যক্রম, গত-দারিদ্র গর্ভবতীর ক্লিনিক ডেলিভারি উপহার ইত্যাদি।	১২৪৫০০০	১,৫০০,০০০	১,৫৭০,০০০
	৭। সেবা	১৯২৫০০	২০০০০০	২২৫০০০
	৮। শিক্ষা	১১৪৪০০০	১,২০০,০০০	১,৫০০,০০০
	৯। স্বাস্থ্য,(পানি,স্যানিটেশন ও হাইজিন)	২৫২১০০০	৩,০০০,০০০	২,৫০০,০০০
	১০। দারিদ্র হ্রাসকরনঃ সামাজিক নিরাপত্তা প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা	৯৯৮০০০০	৯,৮৫০,০০০	১২,০০০,০০০
	১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	১৩৫০০০	১৫০০০০	২০০০০০
	১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন	১৯৯৫০০	২০০০০০	২৫০০০০
	১৩. উন্নয়ন ব্যয় (জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন)			
	ক. কৃষি ও সেচ (ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন/সংস্কার, জলাবদ্ধতা দূরীকরন, প্রাকৃতিক সার উৎপাদন সহযোগীতা,	০	০	২৫০০০০
	খ. স্বাস্থ্য (সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা মনিটরিং ইত্যাদি)	০	০	১০০০০০০
	গ. যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামো (দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস সম্পর্কিত যেমন রাস্তা, কালভার্ট, ড্রেন, বাঁধ, সেল্টার/কিল্লা মেরামত)	০	০	১০০০০০০
	ঘ. মৎস ও পশুসম্পদ (পুকুর খনন/সংস্কার, সমন্বিত মৎস/হাঁস-মুরগী খামার, গবাদি-পশুর টিকা কার্যক্রম ইত্যাদি)	০	০	১৫০০০০
	ঙ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পঃ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প বৃদ্ধিতে দক্ষতা উন্নয়ণ প্রশিক্ষন ও সম্প্রসারন, আয় বর্ধক	০	০	১০০০০০
	১৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান	২৭৫০০০	৩০০০০০	৪৫০০০০
	১৫। সমাপ্তি জের	৫৫৫০৬	২৭,২৬২	১৫,৫৪৫
	মোট ব্যয়(উন্নয়ন হিসাব)	**২৬৬২৯৬০৬**	**২৬৯৬৩৭২৬২**	**৩১৪১০৫৪৫**

(মোঃ নিয়াজ মোর্শেদ)
সচিব
১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা।

(মোঃ তাজুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা।

ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি নং-৫০৯১৮৮৭ উপজেলাঃ ভেদুরিয়া ইউনিয়ন, জেলাঃ ভোলা
২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরের জন্য জলবায়ু অভিযোজন খাতে বিভিন্ন কর্মসূচি এবং আনুমানিক ব্যয়। সারণী- ০১

ক্রমিক নং	খাতের নাম	চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১)	পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (২০২১-
	ক. কৃষি ও সেচ		
	কৃষি ড্রেন, কালভার্ট নির্মাণ	০	১০০,০০০
	বনায়ন	০	২০,০০০
	জলবায়ু সহিষ্ণু চাষাবাদ পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সহায়তা	০	৩০০০০
	খ. স্বাস্থ্য (সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য)		
	সুপেয় পানির জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন	০	৫০০,০০০
	স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহারে রিং স্লাব বিতরন	০	২০০০০০
	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	০	২০০০০০
	পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম	০	৫০০০০
	কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থা মনিটরিং	০	৫০০০০
	গ. যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস (রাস্তা মেরামত)		
	রাস্তা নির্মাণও সংস্কার (কাঁচা রাস্তা, হেরিংবন্ড রাস্তা)		৭০০,০০০
	ড্রেন, কালভার্ট নির্মাণ		৩০০০০০
	ঘ. যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামো (দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস সম্পর্কিত যেমন বাঁধ, সেল্টার/কিল্লা মেরামত)		
	বেড়িবাঁধ, সাইক্লোন শেল্টার সংস্কার/ মেরামত	০	০
	ঘ. মৎস ও পশুসম্পদ (পুকুর খনন/সংস্কার, সমন্বিত মৎস/হাঁস-মুরগী খামার, গবাদি-পশুর টিকা কার্যক্রম ইত্যাদি)		
	গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ		৫০০০০
	জলাশয়, পুকুর খনন/ সংস্কার		৮০০০০
	ঙ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পঃ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প বৃদ্ধিতে দক্ষতা উন্নয়ণ প্রশিক্ষন ও সম্প্রসারন, আয় বর্ধক কর্মতৎপরতা(প্রশিক্ষন, আর্থিক সহায়তা)		
	ইউনিয়ন পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ণ প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা		৫০০০০
	আয়বর্ধণমূলক প্রশিক্ষন ও কারিগরি সহায়তা		৫০০০০
			২৩৮০০০০

(মোঃ নিয়াজ মোর্শেদ)
সচিব
১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা।

(মোঃ তাজুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
১১নং ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন [এফজিডি] প্রতিবেদন

জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকারের জলবায়ু অভিযোজন উন্নয়ন পরিকল্পনা

১. ভূমিকা

জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ এবং অভিযোজন পরিকল্পনার পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আমরা ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ৯ টি ওয়ার্ডে মোট ১৮ টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন [এফজিডি] সম্পন্ন করেছি।

স্থানীয় বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার নাগরিকদের সাথে এফজিডি, ৮নং ওয়ার্ড, ভেদুরিয়া ইউনিয়ন। ছবি: কোস্ট ফাউন্ডেশন

আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে স্থানীয় নাগরিকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা শুনতে চেয়েছি এবং তাদের স্থানীয় অভিযোজন প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করার চেষ্টা করেছি। এই বিশ্লেষণের জন্য আমরা কাঠামোগত প্রশ্নাবলী তৈরি করেছি এবং সেক্টর ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ এবং যাচাই করার চেষ্টা করেছি যেমন-প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ, কৃষি ও সেচ, স্বাস্থ্য, সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস যেমন-বাঁধ, শেল্টার/ মাটির কিল্লা নির্মান ইত্যাদি। যা পরবর্তীতে স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থতা বিশ্লেষণে এবং ইউনিয়নের জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনার পর্যালোচনা ও যাচাইকরণে অবদান রেখেছে।

২. উদ্দেশ্য

ক. জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় পর্যায়ে তাদের অভিযোজন চাহিদা নির্ণয় করা।

খ. ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর মতামতের ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা যাচাইয়ের চেষ্টা করা।

৩. অংশ গ্রহণকারীদের প্রকার

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন [FGD] প্রক্রিয়ায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী এবং পেশার ব্যাক্তিদের অংশগ্রহণকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল থেকে অংশগ্রহণকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন-নারী, কিশোর, বৃদ্ধ, কৃষক, জেলে এবং দিন মজুর ইত্যাদি।

টেবিল-১: ভেদুরিয়া ইউনয়নে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারীদের চিত্র

মোট এফজিডি	মোট উপস্থিতি	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে পেশাভিত্তিক অংশগ্রহণকারীদের চিত্র									
		ইউপি সদস্য	রাজনীতিবিদ	প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ	নারী নেত্রী	কৃষক	জেলে	শ্রমজীবী	শিক্ষক	যুব প্রতিনিধি	অন্যান্য
১৮ টি	২৬৪	৫%	১০.৬%	১০.৩%	১১.৮%	১৪.৭%	১৩.৪%	১২.৬%	৪.৫%	১১.২%	৫.৯%

পাশাপাশি, স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের, যেমন ইউপি সদস্য, শিক্ষক এবং রাজনৈতিক নেতাদের অংশ গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছে, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির স্বক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. এফজিডির ফলাফল বিশ্লেষণ

৪.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ

ক. জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারনা যাচাই

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারনাগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে যেমন- জলবায়ু কি, কেন এই পরিবর্তন, এই পরিবর্তনের বৈশ্বিক-জাতীয় ও স্থানীয় প্রভাব ইত্যাদি। উত্তর প্রদানকারীদের মধ্যে ভালো ধারনা আছে এমন সংখ্যা-৫%, মোটামোটি ধারনা আছে-২৩%, খুবই কম ধারনা আছে-৩৭% এবং একদমই ধারনা নেই এমন সংখ্যা-৩৫%। যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাগুলি সীমিত কিন্তু সমস্ত অংশগ্রহণকারী একমত যে স্থানীয় প্রকৃতির বৈচিত্র এখন আর আগের মতো নেই। প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় আঘাত করছে, জলোচ্ছাস হচ্ছে, জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে, লবণাক্ত বাড়ছে, সুপেয় পানির অভাব দেখা দিচ্ছে এতে তাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

টেবিল-২: জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারনা যাচাই এর চিত্র

ভালো ধারনা আছে	মোটামোটি ধারনা আছে	খুব কম ধারনা আছে	একেবারেই ধারনা নেই
৫%	২৩%	৩৭%	৩৫%

খ. জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে সৃষ্ট দুর্যোগের মাত্রা ও প্রভাবগুলো কি কি?

অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৮৬% বলেছেন যে গত ১০ বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ১: ইউনিয়নের মোট ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর চিত্র

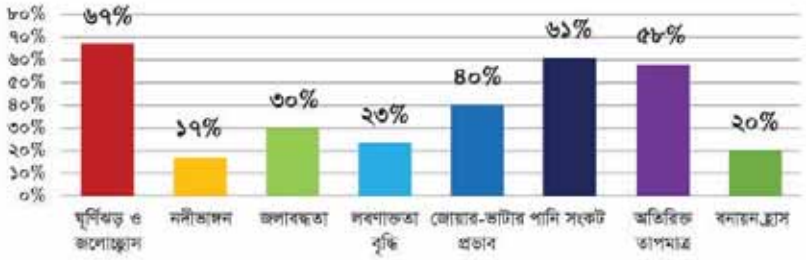

৮ % জনগন বলেছে গত ৪-৫বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রবনতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর বাকি ৬ % কোন প্রকার মন্তব্য করেনি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভেদুরিয়া ইউনিয়নে কোন ধরনের দুর্যোগ সবচেয়ে বেশি হয় এমন প্রশ্নের জবাবে অংশগ্রহণকারীরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, জোয়ার, নদী ভাঙন, পানীয় ও সেচের পানি সংকটের কথা উল্লেখ করেন।

৪.২ ভেদুরিয়া ইউনিয়নের জনসংখ্যার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ

ক. ইউনিয়নের জনগোষ্ঠীর প্রধানতম আয়ের উৎস কি?

ভেদুরিয়া ইউনিয়নের মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী মূলত কৃষি নির্ভর (কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ)। অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৯৫% মনে করেন যে ভেদুরিয়া ইউনিয়নের প্রায় ৮০% মানুষ কৃষি কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল এবং এটি তাদের আয়ের প্রধান উৎস, ৮৮% অংশগ্রহণকারীর মতে ২৫% লোক মৎস্য পেশার সাথে যুক্ত।

চিত্র-২: জনগোষ্ঠীর প্রধানতম আয়ের উৎস বিশ্লেষণের চিত্র

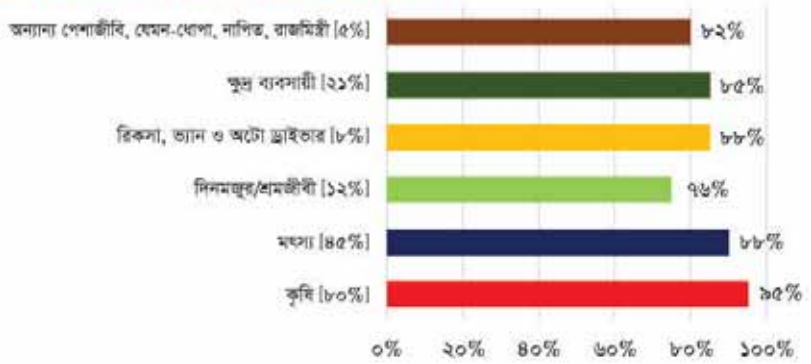

৭৬% অংশগ্রহণকারীদের মতে ১২% মানুষ দিন মজুর/ শ্রমজীবী, ৮৫% অংশগ্রহণকারীর মতে ২১% মানুষ ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ৮% রিকসা, ভ্যান ও অটোড্রাইভার পেশার সাথে যুক্ত এবং ৮২% এরমতে ৫% মানুষ অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত রয়েছে যেমন-ধোপা, নাপিত, রাজমিস্ত্রী, ইত্যাদি। এছাড়া এলাকায় বেকার জনগোষ্ঠী রয়েছে, যার অধিকাংশ শিক্ষিত।

৪.৩ কৃষি ও সেচ

ক. ভেদুরিয়া ইউনিয়নে কৃষি ও মাছ উৎপাদন কি গত ৫ বছরে কমেছে/ বৃদ্ধি পেয়েছ?

অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৮৩% বলেছেন যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তাদের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, ৮% মনে করে যে উৎপাদন ব্যবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি, বাকি ৯% অংশগ্রহণকারীরা কোন প্রকার মন্তব্য করেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তিদের মতে, লবণাক্ততা, উচ্চ তাপমাত্রা, জলোচ্ছাস এবং সেচ সংকটের কারণে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র-৩: গত ৫ বছরে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনের হ্রাস/বৃদ্ধি বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত।

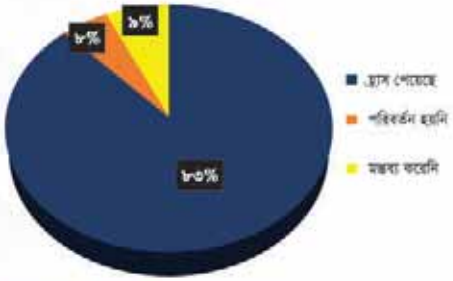

খ. কৃষি কাজে সেচ ব্যবস্থার উৎস কি?

অংশ গ্রহণকারীদের অধিকাংশের মতে, কৃষির জন্য পানির প্রধান উৎস হল নদী ও খালের পানি, যা এই এলাকার সেচের একমাত্র উৎস। কেউ কেউ আবার মন্তব্য করেছেন যে কিছু ক্ষেত্রে অগভীর নলকূপ এবং পুকুরের পানিও ব্যবহার করা হয়।

টেবিল-৩: কৃষিতে সেচের প্রধান উৎস সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত:

খালের পানি	নদীর পানি	অগভীর নলকূপ	বৃষ্টির জমানো পানি	পুকুরের পানি
৮৮%	১০%	০%	০%	২%

গ. সেচের জন্য খালগুলো কতটা উপযোগী?

ভেদুরিয়া ইউনিয়নের অভ্যন্তরে প্রবাহিত বেশিরভাগ খাল সেচের জন্য উপযোগী নয় কারণ ভরাটের কারণে খালগুরো পর্যাপ্ত পানি থাকে না। এজন্য ৭ কি.মি. খাল পুনঃখনন প্রয়োজন।

টেবিল-৪: সেচ কাজে খালের উপযোগীতার বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামতের চিত্র:

উপযোগী	মোটামুটি উপযোগী	কম উপযোগী	একেবারেই অনুপযোগী
৬০%	২০%	১৪%	৬%

ঘ. জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নত জাতের ফসল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে কোন ধারনা আছে কিনা?

বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীর জলবায়ু সহিষ্ণু ফসল এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ধারণাগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কারন তারা লবণ, জলাবদ্ধ ও খরা সহিষ্ণু উন্নত জাত সম্পর্কে জানে না এবং আয় বর্ধনমূলক জলবায়ু অভিযোজন কৌশল সম্পর্কেও অবগত নন।

টেবিল ৫: জলবায়ু সহিষ্ণু জাত এবং উন্নত প্রযুক্তির উপর অংশগ্রহণকারীদের ধারণা বিশ্লেষণ

ভালো ধারনা আছে	মোটামোটি ধারনা আছে	খুব কম ধারনা আছে	একেবারেই ধারনা নেই
৭%	১৭%	২৯%	৪৭%

৪.৪ স্বাস্থ্য [সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য]

ক. গত ১০ বছরে কি স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বেড়েছে?

প্রায় ৯৩ % এর মতামত এই যে, ভেদুরিয়া ইউনিয়নে গত ১০ বছরে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়েছে, যেমন অপুষ্টি, রক্তস্বল্পতা, চর্মরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, শিশুদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি, মূত্রনালীর রোগ এবং বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ, ৪% জনগন মনে করে রোগের প্রাদূর্ভাব আগের মতই আছে।বাকি ৩ % অংশগ্রহনকারী কোন প্রকার মন্তব্য করেনি। এই রোগ বৃদ্ধির কারন হিসেবে তারা লবনাক্ততা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা এবং সুপেয় পানির সংকটকে দায়ী করেন।তবে সকলেই একমত হয়েছে চলতি বছর পানিবাহিত রোগ বিশেষ করে ডাইরিয়ার প্রাদূর্ভাব ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ৪: স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি এবং প্রভাবসমূহ

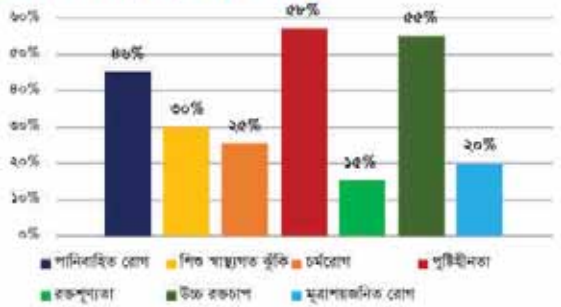

খ. সাধারন স্বাস্থ্য সেবা নিতে কোথায় যেতে হয়?

অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশের মতে, তারা স্থানীয় গ্রাম্য ডাক্তারের কাছ থেকেই সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করে। কেউ কেউ স্বাস্থ্যসেবা পেতে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কল্যাণ কেন্দ্রে যায়।

টেবিল-৬: অংশগ্রহণকারীদের মতে সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের চিত্র:

স্থানীয় গ্রাম্য চিকিৎসক	কমিউনিটি ক্লিনিক	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কল্যাণ কেন্দ্র	জেলা হাসপাতালে
৬৫%	২০%	১২%	৭%

গ. দিন দিন ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে কিনা?

অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশের মতে, ক্রমশ ভেদুরিয়া ইউনিয়নে নিরাপদ পানীয় জলের সংকট বাড়ছে। গত ২-৩ বছরে ভেদুরিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় মিঠা পানির স্তর কমে যাওয়ায় এই সংকট আরও তীব্র হচ্ছে। লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধির কারণে মিঠা পানির জলাশয় সংকুচিত হচ্ছে, ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় মিঠা পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় এই সংকট

চিত্র-৫: ভূগর্ভস্থ পানির স্তরহ্রাসের বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামতের চিত্র

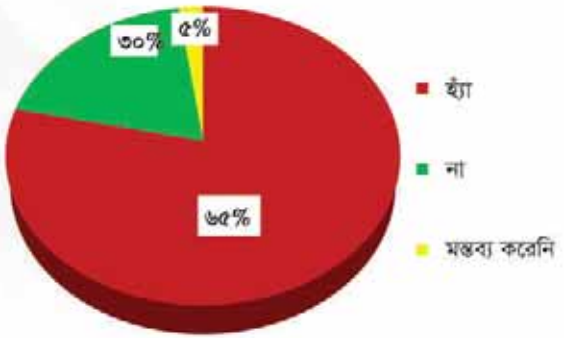

আরো তীব্রতর হচ্ছে, লবণাক্ততার মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় মিঠা পানির আধার সংকুচিত হচ্ছে, তাদের দেয়া তথ্য মতে গত ১৫ বছরে প্রায় ৬০-৭০ ফুট পানির স্তরহ্রাস পেয়েছে।

ঘ. ব্যবহৃত টয়লেটের ধরণ এবং এটি স্বাস্থ্যকর কিনা?

অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় অধিকাংশই কাঁচা টয়লেট ব্যবহার করে, এছাড়াও আধা পাঁকা টয়লেট, খোলা ও পাঁকা টয়লেট ব্যবহারকারী রয়েছে। তবে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে টয়লেটগুলোর অধিকাংশই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। টয়লেটের লাইন সরাসরি নদী ও খালের সাথে সংযুক্ত, আবার অনেক টয়লেট ওয়াটার সিলভ যুক্ত নয়।

টেবিল ৭: অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে টয়লেটের ধরন এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের তুলনামূলক চিত্র:

টয়লেটের ধরন %				অস্বাস্থ্যকর টয়লেটের চিত্র %	
খোলা টয়লেট ব্যবহারকারী	কাঁচা টয়লেট ব্যবহারকারী	আধাপাঁকা টয়লেট ব্যবহারকারী	পাঁকা টয়লেট ব্যবহারকারী	টয়লেট এর % যা নদী ও খালের সাথে সংযুক্ত	ওয়াটার সিলভ যুক্ত নয় এমন টয়লেট ব্যবহারকারী
৫%	১৫%	৭০%	১০%	৪৫%	৫৫%

৪.৫ ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস [বাঁধ, সেল্টার/কিল্লা মেরামত]:

ক. অত্র অঞ্চল কি সম্পূর্ণ ভাবে বেড়িবাঁধ ও স্লুইস গেইট দ্বারা সুরক্ষিত?

ভেদুরিয়া ইউনিয়নের কোথাও কোনো বেড়িবাঁধ ও স্লুইস গেইট দ্বারা সুরক্ষিত নয়। ফলে প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নদীভাঙ্গন সৃষ্টি হয় এবং বাড়িঘর সহ কৃষি,মৎস্য,প্রাণি সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

খ. দুর্যোগের সময় সাইক্লোন শেল্টারে যান?

অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই অভিমত ব্যক্ত করেন যে তারা দুর্যোগের সময় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ পায় না কারণ তাদের এলাকায় পর্যাপ্ত সাইক্লোন শেল্টার নেই। সেজন্য তারা সেখানে যায় না, কারণ দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কোন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র না থাকায় সেখানকার বাসিন্দারা দুর্যোগের সময় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকেন

চিত্র-৬: দুর্যোগের সময় সাইক্লোন শেল্টারে আশ্রয় নেয়ার তুলনামূলক চিত্র

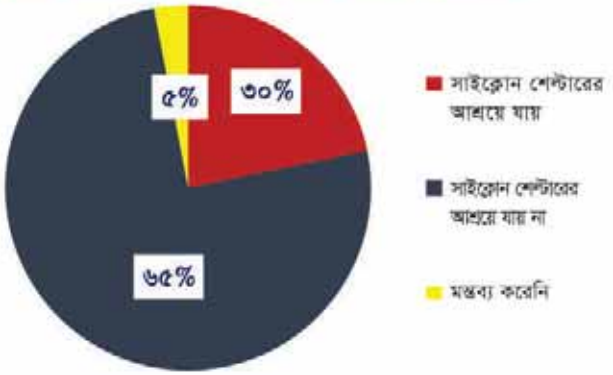

৪.৬ যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস [রাস্তা মেরামত]:

এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই উত্তর দিয়েছিলেন যে প্রতি বছর ইউনিয়নের প্রায় অর্ধেক রাস্তা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট জোয়ারের পানিতে নিয়মিত ডুবে থাকে, যার ফলে রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং সেগুলো স্থায়ীত্বশীল হয় না।

মাননীয় জেলা প্রশাসক মহোদয়ের উপস্থিতিতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের সামাজিক ধারণা, স্থানীয় সরকারের (ভেদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ) জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা, বার্ষিক বাজেট উপস্থাপন ও মতবিনিময় সভা। সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা।

ছবিঃ ভেদুরিয়া ইউনিয়ন

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ

PROKAS
Promoting Knowledge for Accountable Systems

COAST Foundation

কোস্ট ফাউন্ডেশন প্রধান অফিস
মেট্রো মেলোডি (১ম তলা), বাড়ি # ১৩, রোড # ২
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ই-মেইলঃ info@coastbd.net ; ওয়েবঃ www.coastbd.net
টেলিফোনঃ (+৮৮ ০২) ৫৮১৫০০৮২/ ৫৮১৫২৮২১/ ৮১৫২৭৯০/ ৪৮১১৩৭৪৪/ ৫৮১৫২৫৫৫